জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সার : দুই মৃত্যু

সার-এর কাজের চাপে মৃত্যু হল মালদহের বিএলও সম্পৃতা চৌধুরি সান্যালের। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের নওদার মোজাম্মেল শেখ শুনানির পরেই অবসাদে ভুগে বুধবার প্রয়াত হয়েছেন

শুষ্ক আবহাওয়া

আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জবুথবু ঠান্ডার পরিস্থিতি। বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে শৈত্যপ্রবাহের সর্তকতা দেওয়া হয়েছে। ঘন কুয়াশার জন্য কমবে দৃশ্যমানতা

সার-এর বলি ওসমান মোল্লার বাড়িতে অভিষেক, তোপ কেন্দ্রকে

পাটের ব্যাগ ব্রাত্য! তুঘলকি সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, ঋতর চিঠি

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২৪ ● ৮ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২৩ পৌষ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 224 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 8 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

জয়ের পথে জনজোয়ার

দেখাও ক্ষমতা রয়েছেন জনতা

মণীশ কীর্তনিয়া ● ইটাহার

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মিলিয়ে এবার বিজেপিকে ১৫-০ শূন্য করতে হবে। আর ইটাহার সবচেয়ে বেশি লিড দেবে। আমার আজ ২০২৩ সালের নবজোয়ারের কথা মনে পড়ছে। সেই বছরের মে মাসে আমি এখানে এই রাস্তা দিয়ে নবজোয়ার করেছিলাম। তারপর পঞ্চায়েতের জয় দেখেছিলেন। লোকসভা জয়ের খুঁটিপুজো করেছিলাম। আজ ছাব্বিশের শুরু। সাফ হবে বিজেপি। বুধবার ইটাহারের রোড শোয়ে জনসুনামির মাঝে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এদিন ইটাহরে রোড শো করেন তিনি। বালুরঘাটের কর্মসূচি সেরে ইটাহারে ঢোকেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেছিলেন। অভিষেক আসার পর তা জনসুনামিতে পরিণত হয়। ক্যারাভানে না উঠে নিজের গাড়ির ওপরই দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। এরপর রোড শোয়ে শুরু জনগর্জন। আট থেকে আশি আছড়ে পড়ে তাঁকে দেখতে। তাঁর কথা শুনতে।

পরিযায়ী সম্মেলনে আজ মালদহে অভিষেক

এখানেও বিজেপিকে একহাত নেন অভিষেক। তাঁর কথায়, যারা বাংলাকে ভাতে মারতে চেয়েছে সেই অসুরগুলোকে বিদায় জানাতে হবে। যারা বাংলাকে অত্যাচার করেছে তাদের সাফ করে দিতে হবে। এসআইআর করে আমাদের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত করেছে, করুক। আবার জিতবে বাংলা। আমি আগের বার এখানে সভা করেছিলাম বলে আমার নামে এফআইআর করেছিল বিজেপি। তুমিও লড়ো। তোমাদের মুখ যদি না দেখতে চায় মানুষ আমাদের কিছু করার নেই! কটাক্ষ অভিষেকের। (এরপর ১০ পাতায়)

ইটাহার। রণসংকল্প। অভিষেককে ঘিরে জনপ্লাবন। মানুষের উচ্ছ্বাস। ছাব্বিশের বার্তা। বুধবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মুক্তি

এই ভাবে আমি মুক্ত
মুক্তি ভাবে আমি কোথায়?
যুক্তি-তক্কের সবাই ভক্ত
ভক্তবাসি যায় গোল্লায়!
বাইরের মুক্তি, ভেতরের বন্ধন
বন্ধনীর মাঝে বন্ধকতা
মুক্তি নয়, মুক্তি কোথায়
মুক্তি, তুমি মুক্তোমালার ব্যথা।।

আউট্রাম ঘাটে আজ মুখ্যমন্ত্রী

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ বৃহস্পতিবার আউট্রাম ঘাটে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গঙ্গাসাগরগামী তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং মেলার বিভিন্ন ব্যবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেবেন। বাস, ফেরি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সুবিধা যাতে তীর্থযাত্রীদের নিশ্চিন্ত করতে পারে— প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেবেন। ৭ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা। (এরপর ১০ পাতায়)

তপনে পাশে অসিত-গৌতম

স্টপেজ মিনিস্টার! সুকান্তকে কটাক্ষে বিঁধলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : তৃণমূল, বিজেপি কীসের! রাজনীতি করা মানে তো মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যাঁরা আপনাকে জিতিয়েছে তাঁদের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব, কর্তব্য নেই? মহারাষ্ট্রে ৭ মাস জেল খেটে আসা বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে নিয়ে বিজেপি সরকারের মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সুকান্ত মজুমদারের এলাকায় গিয়ে অভিষেকের হুঁশিয়ারি, আপনি প্রাক্তন হবেন। বালুরঘাটের মানুষের জন্য কী করেছেন জবাব দিন। আপনার রিপোর্ট কার্ড কোথায়? আপনার বুথ সভাপতি প্রাক্তন হয়ে গেলে আর খোঁজ নেবেন না? সাত মাস এঁরা জেলে রইল আপনি কি করছিলেন? আপনাকে বলা সত্ত্বেও কিছুই করেননি। আপনার দায়িত্ব নেই! বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভা কেন্দ্রে (এরপর ১০ পাতায়)

তপনে অসিত সরকার এবং গৌতম বর্মনের বাড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের জয়, সুপ্রিম নির্দেশে ১৯৮২ চাকরি

প্রতিবেদন : নতুন বছরে সুখবর প্রাথমিকের শিক্ষকদের জন্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৯৮২ জনের চাকরি হল। বুধবার তালিকা প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এরা প্রত্যেকেই ২০২০-'২২-এর শিক্ষাবর্ষের উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী। ২০২২ সালে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন যাঁরা ডিএলএড পাশ করেননি, তাঁরাও চাকরিতে সুযোগ পাবেন বলে আগেই বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রাথমিকে ১১,৭৬৫টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল জানান, যাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেরই কাট অফ মার্কস বেশি ছিল। এদের ইন্টারভিউ এবং নথি যাচাই হয়ে গিয়েছে। যে সমস্ত জায়গায় শূন্যপদ ইতিমধ্যেই রয়েছে সেখানে এদের নিয়োগ করা হবে। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে তারা কাজে যোগ দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি।

সময় কম, শুনানি কবে শেষ হবে? নির্বাক কমিশন

প্রতিবেদন : কমিশনের সার-শুনানিতে এখনও হেনস্থা-হয়রানি অব্যাহত। কমিশনের নির্দেশিকা সত্ত্বেও মঙ্গলবার নৈহাটিতে এসআইআরের শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। এদিকে আবার 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'র নামে প্রায় এক কোটি মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে, কিন্তু এত মানুষের শুনানি শেষ করার সময় কোথায়? ডেডলাইন পয়লা ফেব্রুয়ারি, শুনানি শেষ হবে তো? প্রশ্ন তুলে ফের কমিশনের কাছে চারদফা দাবি জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে ডেপুটেশন দিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এদিন সন্ধ্যায় তৃণমূলের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল সিইও-র সঙ্গে দেখা করে ৪ দফা দাবি-সহ (এরপর ১০ পাতায়)

রাজ্য নির্বাচন কমিশনে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। বুধবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 January, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০৯ আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ঔপন্যাসিক ও কবি। আর মেয়ে না। মেয়ের স্বাদ মিটেছে। তাই আশাপূর্ণা! নামটি তাঁর ঠাকুমার দেওয়া। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরলাসুন্দরীর ন'টি সন্তানের পঞ্চম এবং কন্যা হিসেবে তৃতীয় হওয়ায় ঠাকুমা অমনটাই চেয়েছিলেন। কালে কালে এই কন্যাই কিনা স্বয়ং রবি ঠাকুরের স্বীকৃতি আদায় করলেন— 'আশাপূর্ণা তুমি সম্পূর্ণা'! অবহেলা নিয়ে জন্ম। অক্ষর-পরিচয়ও সেই অবহেলা দিয়েই। বাড়ির পড়ুয়া ছেলেদের, দাদা আর ভাইয়ের উল্টোদিকে বসে তাদের পাঠ্যবইয়ের পড়া দেখতে দেখতে। মোট ২৪২টি উপন্যাস ও ৩ হাজারেরও বেশি ছোট গল্প লিখেছেন। তেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম অপ্রকাশিত কবিতা 'বাইরের ডাক'। প্রথমদিকে তিনি শিশুদের জন্য লেখা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম শিশু সাহিত্য 'ছোট ঠাকুর্দার কাশী যাত্রা'। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা তাঁর প্রথম গল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী' ও উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন'। মেয়েদের অনধিকারের প্রশ্ন থেকেই তিনি লেখেন ট্রিলজি— 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'। ১৯৭৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বভারতীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দেশিকোত্তম' থেকে অজস্র সম্মানিক ডক্টরেট আর সোনার মেডেল পেয়েছেন। এমন মানুষই বোধ হয়, নিজেকে অনায়াসে আখ্যা দিতে পারেন— 'আমি মা সরস্বতীর স্টেনোগ্রাফার।'

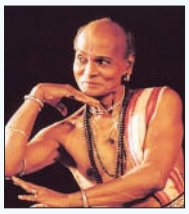

১৯২৬ কেলুচরণ মহাপাত্র (১৯২৬-২০০৪) এদিন ওড়িশার পুরী জেলার রঘুরাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ওড়িশি নৃত্যের কিংবদন্তি শিল্পী। ওড়িশা থেকে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর নৃত্যে দেহের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন অলৌকিক ভঙ্গি ও অঙ্গবিন্যাসের পরম মাধুর্য সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র নৃত্যশৈলীর সাগর পার করেছিলেন।

১৯৩৩ সুপ্রিয়া দেবী (১৯৩৩-২০১৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। এ-মাসেই ২৬ জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা সিনেমায় মহানায়ক উত্তমকুমারকে ঘিরে যে নায়িকাবৃত্ত, তার প্রথম দুই নাম অবশ্যই সুচিত্রা সেন এবং সুপ্রিয়া দেবী। উত্তম-সুপ্রিয়ার সম্পর্ক একটা সময় বাংলা সিনেমা জগতের 'হট টপিক' ছিল। সোনার হরিণ, শুন বরনারী, উত্তরায়ন, সূর্য্যশিখা, সবরমতী, মন নিয়ে-র মতো বহু ছবিতে উত্তমকুমারের বিপরীতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে তাঁর অভিনয় দক্ষতার সবচেয়ে আলোচিত দুই ছবি অবশ্যই ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'কোমল গান্ধার'। ২০১১ সালে বঙ্গবিভূষণ এবং ২০১৪-এ পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁকে।

১৮৮৪ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এদিন প্রয়াত হন। উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। ব্রাহ্ম নেতা ও ধর্মসংস্কারক। ১৮৮৩-তে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে শিমলা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। নিজ বাড়িতে 'নব দেবালয়' স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৮৮৪-তে যখন বাড়ি তৈরি শেষ হল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁকে নিয়ে এসে বাড়িটি দেখানো হয়।

১৯৬৬ বিমল রায় (১৯০৯-১৯৬৬) এদিন প্রয়াত হন। কান চলচ্চিত্র উৎসবে উপমহাদেশীয় অর্জনের কথা বললে পথের পাঁচালীর মানবিক দলিল (১৯৫৬) হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্তির কথাই শোনা যায় বেশি। কিন্তু বিমল রায় কান জয় করেছিলেন 'পথের পাঁচালী'র মতো ছবিরও বছর দুই আগে। ১৯৫৪ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসব জয় করেছিল বিমল রায়ের ছবি 'দো বিঘা জমিন'। ছবিটি সেরা আন্তর্জাতিক ছবির পুরস্কার পেয়েছিল। বিমল রায় একাধারে ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি চিত্রপরিচালক এবং প্রযোজকও।

১৯৪২ স্টিফেন হকিংয়ের (১৯৪২-২০১৮) এদিন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে জন্ম হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম সেলিব্রিটি। মাত্র ২০ বছর বয়সে মোটর নিউরন নামে স্নায়ুর এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন হকিং। এর পর থেকে তাঁর পুরো জীবনই কেটেছে হুইলচেয়ারে। কাজের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই ছিল আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অজস্র ক্ষুদ্রকণা ও তাদের চরিত্র এবং অবশ্যই ব্ল্যাকহোল।

১৯৩৫ এলভিস প্রেসলি (১৯৩৫-১৯৭৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। 'কিং অফ রক অ্যান্ড রোল'। তাঁকে সম্মান জানাতে আজও জার্মানির ফ্রিডবার্গ শহরের এলভিস প্রেসলি স্কোয়ারে পুলিশ তিনটি জায়গার ট্রাফিক সিগন্যালে রেখেছে প্রয়াত গায়কের ছবি।

কর্মসূচি

বারাসতে ১৯ জানুয়ারি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন্ন জনসভার ভিড়ে-ঠাসা প্রস্তুতিসভার মঞ্চে সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬০৯

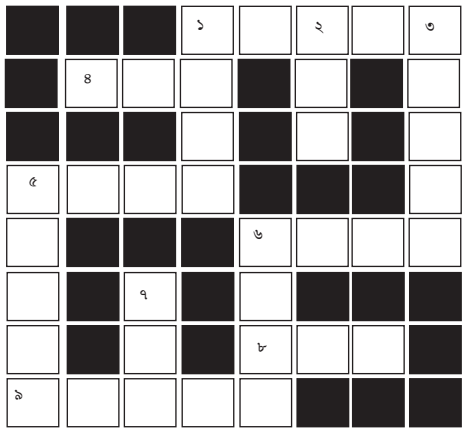

পাশাপাশি : ১. দৈনিক বিবরণের বই ৪. পুষ্পময় ৫. গাল, কপোল ৬. পুথিগত ৮. প্রচণ্ড, অত্যন্ত অধিক ৯. মাফিয়াদের আধিপত্য বা দাপট।

উপর-নিচ : ১. নামের ক্রমিক নম্বর ধরে ডাকা ২. ওলাওঠা রোগ, কলেরা ৩. স্তুতিমূলক গান ৫. শীতের পোশাক ৬. পাখিবিশেষ ৭. বর্ম, কবচ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০৮ : পাশাপাশি : ১. খুচরো ৪. চঞ্চলমতি ৬. সন্ধান ৭. লেপ্যকর ৯. বহির্মুখ ১২. দুর্দিন ১৩. নীলবসন ১৪. লাবনি। **উপর-নিচ :** ১. খুবসম্ভব ২. রোচন ৩. জ্যালজেলে ৫. তিলক ৮. রতনমণি ১০.হিমানী ১১. খগবতী ১২. দুনলা।

৭ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪৯৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৯০	৮৮.৮৬
ইউরো	১০৬.২৮	১০৩.৭৭
পাউন্ড	১২২.৭৩	১২০.১০

নজরকাড়া ইনস্টা

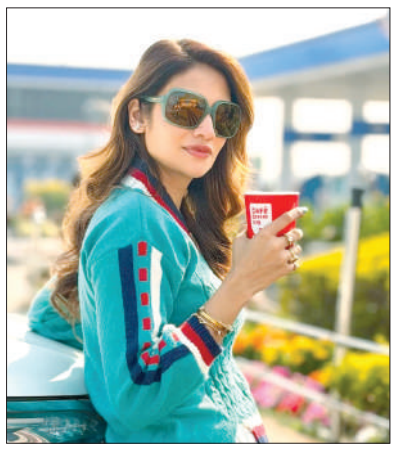

নুসরত

দেব

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

8 January, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ইটাহারে রণসংকল্প যাত্রা • নানা মুহূর্তে অভিষেক

আজ মালদহে পরিযায়ী সম্মেলন

শ্রমিক-সঙ্গে অভিষেক সারবেন মধ্যাহ্নভোজও

মণীশ কীর্তনিয়া • মালদহ

আজ মালদহে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সম্মেলন করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনবেন। কীভাবে বাংলা বলার জন্য তাঁদের বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে, শুধু তাই নয় প্রাণে মেরে ফেলছে, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। জেলে ভরে দিচ্ছে— এর বিরুদ্ধে ফের প্রতিবাদে গর্জে উঠবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এমনকী এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন অভিষেক। এই সভার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ‘আবার জিতবে পরিযায়ী শ্রমিক’। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে। পুরাতন মালদহের জলঙ্গা মাঠে আয়োজিত এই জনসভাকে কেন্দ্র করে কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। মালদহ শহরের প্রধান সড়ক থেকে অলিগলি— সবখানেই চোখে পড়ছে তৃণমূলের পতাকা, ফ্লেক্স ও সুসজ্জিত প্ল্যাকার্ড। রাস্তার দু’ধারে টাঙানো বিশাল পোস্টার ও ব্যানারে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

‘সার’-এ মৃত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ • আক্রান্ত পরিযায়ীদের পাশে অভিষেক

পাশে আছি, দিলেন বার্তা

সঞ্জয় রায় • বালুরঘাট

ভোটার তালিকা ও ভোটার লিস্টে পদবি ভিন্ন! উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকা কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাছা এলাকার বাসিন্দা ওসমান মন্ডল (৬৫) গত নভেম্বর মাসে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। বুধবার বালুরঘাট এয়ারপোর্টে নেমেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুমারগঞ্জে মৃত ওসমান মন্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বলেন, ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে, বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে এবং দিল্লির জমিদারি ব্যবস্থায় প্রাণ হারানো প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে তৃণমূল। বিজেপির প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির জবাব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেওয়া হবে, প্রস্তুত বাংলা।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

8 January, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

মৌলিক প্রশ্ন

ফের নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল প্রতিনিধিরা। এসআইআরে শুনানির নামে মানুষের হয়রানি রুখতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস। একের পর এক মৃত্যুর পরেও সম্বিত ফেরেনি কমিশনের। ৪ দফা দাবি। কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে প্রতিনিধি দলের তরফে। 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'র নামে প্রায় এক কোটি মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে, কিন্তু এত মানুষের শুনানি শেষ করার সময় কোথায়? ডেডলাইন পয়লা ফেব্রুয়ারি, শুনানি শেষ হবে তো? প্রতি বিধানসভায় কমিশনের কাছে লোক আছে ২০ জন। একেকজন ১০০ জনের শুনানি করলেও দিনে ২ হাজার! বাদবাকি কী হবে? কমিশন আগে বলেছিল, যাঁদের ছোটখাটো ভুলত্রুটি আছে, তাঁদের আসতে হবে না। এখন দেখা যাচ্ছে, সবাইকেই ডাকা হচ্ছে! এর শেষ কোথায়? অঙ্ক বলছে, কিছুতেই এই বিশাল সংখ্যক মানুষের শুনানি শেষ করা সম্ভব নয়। তাহলে? উত্তর নেই কমিশনের কাছে। প্রতিনিধিদের স্পষ্ট বার্তা, প্রত্যেকের শুনানি না হলে তৃণমূল কংগ্রেস কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকবে। অনেকেই দীর্ঘদিন বাংলায় থাকেন। অথচ ঠিকঠাক কাগজপত্র নেই। তাঁদের বঞ্চিত করা চলবে না। বোঝাই যাচ্ছে অথৈ সাগরে ভাসছে কমিশন। তৃণমূলের স্পষ্ট বার্তা, বৈধ একজন ভোটারকেও বাদ দেওয়ার চক্রান্ত মানা হবে না।

e-mail থেকে চিঠি

'ইস্টবেগুন', 'মোহনবেগুন'!

সাংবাদিক সম্মেলন। হলরুম ঠাসা। সেখানে কাগজ দেখে পরপর কোন কোন ক্লাব সামনের মাস থেকে শুরু হতে চলা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এ নামবে, তাদের নাম পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। পরপর পড়তে গিয়ে যেই মোহনবাগানের নাম এল, দৃশ্যতই অস্বস্তিতে মন্ত্রী। যেভাবে পাতার দিকে চেয়ে রইলেন, প্রশ্ন উঠছে, আদৌ বাংলার এই ক্লাবদুটির নাম শুনেছেন তো! কিন্তু এই জড়তাটুকু তো নস্যি! কোনওমতে সামলে ক্লাবের নাম বলতে গিয়েই মনসুখ থতমত, হতভম্ব! তারপর আটকে-পেঁচিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'মোহন বেগান'। ইংরেজিতে Mohun Bagan-এর 'Bagan'-কে— বেগুন ভেবে হিন্দিতে— বেগান বলে বসেন তিনি। এরপর পালা ইস্টবেঙ্গলের। সেখানেও 'ইস্ট'-টুকু ঠিক বলে Bengal-এর উচ্চারণ সেই একই... 'বেগান', বাংলায় 'বেগুন'! হয়তো হিন্দি নিয়ে আদেখলাপনা করা শমীক-দিলীপ-বঙ্গ বিজেপির এসব এখন আর গায়ে লাগে না, কিন্তু বিদেশিরাও যেখানে ঠিকঠাক উচ্চারণ করে সেখানে দেশের মন্ত্রী হিমশিম খাচ্ছেন, এটা মানতে আমাদের মতো আম বাঙালির কষ্ট হয়। মাসের পর মাস ঝুলে থাকা ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার, এআইএফএফ ও ক্লাবগুলোর আলোচনার ফলাফল যখন তুলে ধরা হচ্ছিল, এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে দেশের ফুটবলের দুই স্তম্ভ— মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের নাম উচ্চারণে এমন হোঁচট নিছক ভাষাগত ভুল বলে কি হজম করা যায়? উৎকট উচ্চারণ। বোঝাই যাচ্ছে, সমস্যা উচ্চারণে নয়, সমস্যাটা সংবেদনশীলতায়। শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব মানে শুধু নাম নয়— স্মৃতি, আবেগ, ইতিহাস। সেই উচ্চারণ যদি দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর মুখেই ঠিকঠাক ফুটে না বেরোয়, তাহলে সওয়াল তো উঠবেই— ফুটবলের সঙ্গে প্রশাসনের দূরত্ব কত দূর হলে তবে এমন বিপর্যয় হয়? একটা ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপ, কয়েক সেকেন্ডের ভুল উচ্চারণ— কিন্তু তার মধ্যেই ধরা পড়ল ভারতীয় ফুটবলের সাম্প্রতিকতম অসুখ। মাঠে ঐতিহ্য, গ্যালারিতে আবেগ— আর প্রশাসনিক মঞ্চে তীব্র অসচেতনতা। মনে রাখতে হবে, এই ক্লাব দুটি বাংলার মুখ। বাংলার রক্তে ফুটবল, আমরা ফুটবল নিয়ে বাঁচি, নিঃশ্বাস নিয়ে থাকি। কিন্তু বহিরাগতরা তো এগুলো বুঝবে না। দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর কোনও ধারণা নেই ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে। এটা লজ্জাজনক এবং এটা নিয়ে শুভেন্দু-সুকান্তরা বাংলায় জিততে চাইছে! এদের লজ্জা করে না! এখন ফুটবল চালাতে গেলে ফুটবল না জানলেও হয়, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু রাজনীতিটা তো বুঝতে হয়! ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান— দুই দল ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত। আর দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী সেই দুটো দলের নামই শোনেননি! কল্যাণ চৌবে তো ছিলেন ঘটনাস্থলে। তিনি এখন কী সাফাই দেবেন?

—সৌরব ঘোষ, বেহালা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ইস্ট-মোহন-বেগান আর এসআইআর সমাচার

বিজেপি যে পুরোদস্তুর একটি বাংলা-বিরোধী বাঙালি-বিদ্বেষী পার্টি, এই রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে যে তাদের কোনও যোগাযোগ নেই, তা রোজই নানা ঘটনায় পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত। এই আবহে আরও কিছু সাম্প্রতিকতম তথ্য। পরিবেশনায় **দেবু পণ্ডিত**

পাড়ার খোকনদা অনেকদিন আগেই কথাটা বলেছিলেন। ১০০ শতাংশ বিশ্বাস করতে মন চায়নি, কিন্তু এখন বুঝছি, ওটাই আসল কথা।

বিজেপি একটি পুরোদস্তুর বাংলা-বিরোধী দল, বঙ্গ মনন ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগ নেই।

তাই, তাই-ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রবীন্দ্রনাথ সান্যাল হয়ে যাওয়া কিংবা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন কোনও বিচ্ছিন্ন, মুখ ফসকে অনবধানবশত হয়ে যাওয়া বিষয় নয়।

এসবই হল বাংলা বিরোধিতার, ধারাবাহিক বঙ্গ-বিদ্বেষের লাগাতার বিড়ম্বনা।

বাংলার সঙ্গে কোনও বিষয়ে, ভাষায়, ইতিহাসে কিংবা ভূগোলে ন্যূনতম সংযোগ নেই বলেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বাংলার দুটি ফুটবল ক্লাবের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে হিমশিম খেলেন।

দিকে দিকে বাগানগুলোকে শ্মশান বানাচ্ছে মোদি সরকার। তাই মোহনবাগান তাঁর উচ্চারণে হল 'মোহনবেগান'।

'বেঙ্গল' শব্দটার প্রতি তাঁর দলের ভয়ানক অ্যালার্জি। সেই সুবাদে ইস্টবেঙ্গল হল 'ইস্টবেগান'।

বিকৃত ধ্বনি সাযুজ্যে, বাংলার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলকে জুড়ে দিয়ে, ওই মন্ত্রিমশাই ষড়যন্ত্রী মশাই হিসেবে তৃপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু আমরা যা বোঝার তা আরও একবার বুঝে গেলাম।

পাড়ার খোকনদা তো এই উচ্চারণ বিকৃতিতে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার জিজ্ঞাসা, কেন এতকিছু থাকতে 'বেগান' অনুসর্গটির প্রতি কেন্দ্রীয় বিজেপি-র, কল্যাণ চৌবের নিজের শিবিরের, এত প্রীতি পক্ষপাত?

খোকনদা বলছে, এর পিছনে আছে একটি বাংলা প্রবচন। 'বেগুন গাছে আঁকশি দিয়ে বেগুন পাড়া।'

উচ্চতার খর্বতার কারণে একেবারে খাটো গাছ থেকে বেগুন পাড়তে হলে আঁকশি ব্যবহার করে অনেকে এবং এজন্য উপহাসাস্পদ হয়। অনুরূপভাবে, 'সার'কে আঁকশি হিসেবে ব্যবহার করে বঙ্গ ভোটের ফসল পাড়তে গিয়ে বিজেপি টের পাচ্ছে, এত খর্বকায় তাদের সাংগঠনিক সামর্থ্য যে 'সার'-র আঁকশিও বাংলার খেত থেকে নির্বাচনী সাফল্যের বেগুন ঘরে তুলতে পারবে না। এই অনুভবেই বাংলা-বেঙ্গল সব বেগুন থেকে, বাগান থেকে, 'বেগান'-এ পরিণত হয়েছে।

মানতে পারেন, নাও পারেন, তবে কথাটা মোটেও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

বঙ্গের 'বেগান' খেতে এসআইআর তথা 'সার'-এর অসারত্ব মূলত তিনটে কারণে ফুটে উঠেছে। খর্বাকৃতি বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে সাফল্যের কাঙ্ক্ষিত মগডালে পৌঁছে দেবে কি, 'স্যার' এখন নিজেই ধুল্যবলুণ্ঠিত। দেখা যাচ্ছে 'স্যার'-এর খসড়া তালিকায় যাঁরা সন্দেহভাজন কিংবা বাতিল, তাঁদের অধিকাংশই এসইসব মহিলা ভোটার যাঁদের বিবাহ-পরবর্তী পর্যায়ে পদবিতে বদল (স্বামীর পদবি গ্রহণের কারণে) নির্বাচন কমিশনের অ্যালগোরিদমে মিস ক্লাসিফিকিশনে আক্রান্ত, নির্বাচন কমিশন

এই সেই মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য, যাঁর মুখে শতাব্দীপ্রাচীন স্মৃতি, আবেগ, ইতিহাস সব ঘেঁটে ঘ।

খেই পাচ্ছে না, তাই বিবাহিতা মহিলারা পদবি বদলের কারণে হিয়ারিং-এ ডাক পাচ্ছেন, হেনস্থার মুখে পড়ছেন।

৯০ শতাংশের বেশিক্ষেত্রে নামের ব্যাপারে গরমিল এবং তার জন্য বিভ্রান্তি ওই অ্যালগোরিদমজনিত বিভ্রাটের কারণে, বিএলএ-দের যদি শুনানিতে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হত, তাহলে হয়ত বিষয়টার মসৃণতর সমাধান সম্ভব হত। কিন্তু, তেমনটা তো ভ্যানিশ কুমার চান না, ফলে, যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

এই অ্যালগোদিম-এর মিসক্লাসিফিকেশনের বেশিরভাগ শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

২০২৫-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জনের নাম বাদ পড়েছে। কোনরকম নোটিশ না দিয়ে কিংবা শুনানির ব্যবস্থা না করেই, ওই নামগুলো কেটে দেওয়া হয়েছে।

'এরোনেট' (ERONET) পোর্টালে 'ডিসপোজড ফর্ম ৭' হিসেবে দাগিয়ে দিয়েই বিপুল সংখ্যক ভোটারকে অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত এবং ভুয়ো বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির শিকার যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটার, তাঁদের তালিকা প্রকাশেও নির্বাচন কমিশনের বেনজির গড়িমসি।

এছাড়া, কোনও সরকারি নথি ছাড়াই শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিএলও-দের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ও তাঁদের নির্দেশ দিচ্ছে কমিশন যা কার্যত বেআইনি। কারণ, হোয়াটসঅ্যাপ কোনও আইনসিদ্ধ যোগাযোগ মাধ্যম নয়,আদালতে এর কোনও বৈধতা, মান্যতা নেই। বাংলায় 'সার' চালু হওয়ার শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্তা প্রেরণ ও মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে তার আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলি দিয়েছে যা কার্যত আইনবহির্ভূত প্রথাবহির্ভূত কার্যকলাপ। লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদানের ব্যবস্থা কার্যত করবে শায়িত কিংবা সেটির চিতাগ্নি প্রজ্বলিত। কার এত তাড়াহুড়ো? কে এসব কাজ করাচ্ছে? কেনই বা করাচ্ছে?

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, বিএলএ-রা এসআইআর-এর সকল পর্যায়ে ভোটারদের সাহায্য করার জন্য হাজির থাকবে। তাহলে কেন তাঁদের শুনানি কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না?

সুপ্রিম কোর্ট বিএলও-দের আদেশ দিয়েছিল সমাধিক্ষেত্র শ্মশানঘাট প্রভৃতি স্থানের ডেথ রেজিস্টার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেই তথ্য খসড়া তালিকা প্রণয়ণে কাজে লাগাবে। সেটা হল কই?

তিনবার যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তবেই খসড়া তালিকায় ভোটার বিষয়ক তথ্য 'সংগ্রহযোগ্য নয়' বলে চিহ্নিত হবে, এমনটাই ছিল শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকায়। সে নির্দেশ না মেনেই তো একতরফাভাবে, অযৌক্তভাবে নাম কেটে খসড়া তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করে দেওয়া হল, কেন?

পূর্ব ঘোষিত ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই এনুমারেশন পিরিয়ডকে ২৪ নভেম্বর অবধি সীমায়িত করা হল কেন?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে বিজেপি-র আঁকাশি হয়ে নির্বাচনী বেগুন পাড়ার কমিশন মহা গন্ডগোল পাকিয়েছে। আর সেই রাগে, বিজেপির ক্রীড়ামন্ত্রী বাগান-বেঙ্গল-বেগান-এর প্যাঁচে বাংলার ফুটবলকে ফাঁসিয়েছেন।

কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

গন্ধটা, থুড়ি গন্ডগোলটা, বড়ই সন্দেহজনক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নারী ও শিশুপাচার মামলার তদন্তে নেমে নৈহাটির ক্যাফে থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতদের নাম সাথী বিশ্বাস ও তন্ময় দাস

হাতে নেতার ছবি রাস্তায় জনজোয়ার

অপরাজিতা জোয়ারদার • ইটাহার

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেল উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে। হাই স্কুল মাঠ থেকে চৌরাস্তা মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ভাসল জনজোয়ারে। স্লোগান উঠল— যতই করো হামলা, জিতবে এবার বাংলা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো-কে কেন্দ্র করে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হল ইটাহার।

বুধবার দুপুরের পর থেকেই ইটাহারের রাজপথ ছিল তৃণমূলের পতাকায় মোড়া। হাজার হাজার মানুষের হাতে ছিল নেতার ছবি, অনেকের পরনে ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া টি-শার্ট। নীল সবুজ রঙের মাঝে জননেতার ছবি হাতে নিয়ে এমন উদ্দীপনা ২০২৩ সালের নবজোয়ারকেও যেন হার মানাল। মহিলারা দলে দলে প্রিয় নেতাকে স্বাগত জানাতে হাতে পতাকা নিয়ে অপেক্ষায়। বিকেল ৪টে বাজতেই হেলিকপ্টারে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ইটাহারে নামেন অভিষেক। কিছুটা হেঁটে নিজের গাড়ির ছাদে উঠে জনগণের উপর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে আন্তরিক অভিনন্দন জানান সাধারণ মানুষকে। রাস্তার দু'ধারে ভিড়, মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা দেখে আপ্লুত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইটাহারের এই ভালোবাসায় আমি ঋণী। আজীবন আপনাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকব। আজ যা দেখলেন তা কেবল ট্রেলার, আগামী দিনে পুরো সিনেমা দেখাব। সভায় জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে কর্মী-সমর্থকেরা যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন জেলার দুই মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও সত্যজিৎ বর্মন, জেলা সভাধিপতি পম্পা পাল, ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস এবং করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল-সহ জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব।

অভিষেকের অভিযোগ প্রমাণিত ■ কমিশনের মিথ্যাচার ফাঁস

সার-শুনানির নোটিশ অমর্ত্যকেও

প্রতিবেদন : কমিশনের মিথ্যাচার ফাঁস হয়ে গেল। বুধবার সকালে 'প্রতীচী'তে পৌঁছল এসআইআর শুনানিরই নোটিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুরহাটের সভা থেকে মঙ্গলবার নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের বাড়িতে এসআইআর শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন। অভিষেকের বক্তব্যের পর সিইও দফতর জানিয়েছিল, নোবেলজয়ীর বাড়িতে কোনও শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়নি, হবেও না। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই তাঁদের মিথ্যে সামনে চলে এল। ফের প্রমাণিত হল বিজেপির 'দালাল' নির্বাচন কমিশন আজকাল জীববিজ্ঞান নিয়েও কাটাছেঁড়া শুরু করেছে। ভারতবর্ষের গর্ব নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে 'বয়সের পার্থক্য'র মতো এক হাস্যকর অজুহাতে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন। এটা আসলে নিয়ম-কানুনের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলারই প্রমাণ। তৃণমূলের কটাক্ষ,

'হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি'র ধাপ্পাবাজি ধোপে না টেকায়, এরা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে হেনস্থা করার জন্য একটা আস্ত 'আজগুবি বিভাগ' খুলে বসেছে। নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রবাসী ভারতীয় অমর্ত্যের এসআইআর ফর্মে তথ্যগত ভুল রয়েছে। এদিন সকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও সোমব্রত মুখোপাধ্যায় দুজনকে সঙ্গে নিয়ে অর্থনীতিবিদের বাড়িতে যান। আগামী ১৬ জানুয়ারি দুপুর বারোটায় অমর্ত্যের বাড়িতে গিয়ে শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়াকে যে বিজেপি ও কমিশন একযোগে প্রহসনে পরিণত করেছে তা ফের প্রমাণিত হল।

বুধবার সকালেই শান্তিনিকেতনের প্রতীচী বাড়ি গিয়ে অমর্ত্য সেনের মামাতো ভাই শান্তভানু সেনকে সেই নোটিশ ধরালেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা। শান্তভানু বলেন, এটা চরম অভদ্রতা। নবতীপর নোবেলজয়ী বৃদ্ধকে ১৬ জানুয়ারি সার-শুনানিতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একজন নোবেলজয়ীকে এই বয়সে এসে প্রমাণ দিতে হবে যে, তিনি ভারতীয় কিনা। সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, নির্বাচন কমিশন অন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওদের বোধশক্তি হারিয়ে গিয়েছে। না হলে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে কেউ এসআইআরের নোটিশ পাঠায়। আসলে গত বিধানসভা ভোটে বাংলায় হেরে যাওয়ার পর থেকে বিজেপি বাংলা এবং বাঙালির ঐতিহ্য হজম করতে পারছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতাই স্মরণ

প্রতিবেদন : বুধবার ৭ জানুয়ারি নেতাই দিবস। সেই উপলক্ষে ১৫ বছর আগের নেতাই শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে নেতাই দিবস স্মরণ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, নেতাই-এর অমর শহিদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। ২০১১ সালের আজকের দিনেই ঝাড়গ্রাম জেলার নেতাই গ্রামে হার্মাদবাহিনীর হাতে প্রাণ হারান ৯ জন নিরীহ মানুষ। নেতাই-এর সেই সকল শহিদের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলার ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছরই তৃণমূল কংগ্রেস ৭ জানুয়ারি দিনটি নেতাই শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। বুধবার সকালেই এক্স হ্যান্ডলে শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

নোনাডাঙা বস্তিতে আগুন

প্রতিবেদন : বুধবার সন্ধ্যায় আনন্দপুরের নোনাডাঙা বস্তির মাতঙ্গিনী কলোনির ঝুপড়ি আগুনে ছাই। ৭টি ইঞ্জিন আসে। ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলার সময় সিলিন্ডার ফাটার আওয়াজও শোনা যায়। শর্টসার্কিট না অন্য কিছু আগুনের পিছনে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতখানি তা কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল উচ্চারণেও বিকৃতি মন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলার শতাব্দীপ্রাচীন দুই ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের গর্ব। সেই দুই ক্লাবের নামটুকুও ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারলেন না কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর মঙ্গলবার আইএসএলের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। সেখানেই কোন দলগুলি খেলবে সেটা বলতে গিয়েই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের নাম নিতে হয় তাঁকে। কিন্তু কলকাতা ময়দানের দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের নাম উচ্চারণ করতে গিয়েই ছড়িয়ে লাট করলেন মনসুখ মাণ্ডব্য। যা নিয়ে মাণ্ডব্যকে কটাক্ষ করলেন মোহনবাগানের সহ-সভাপতি তথা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর হাস্যকর উচ্চারণ নিয়ে উত্তাল নেটপাড়াও। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অপদার্থ ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পাশে বসিয়ে আইএসএল শুরুর দিনক্ষণ ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। অংশগ্রহণকারী ক্লাবের নাম পড়তে গিয়ে মাণ্ডব্য বলেন ফেলেন, 'মোহনবেগান' ও 'ইস্টবেগান'! কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে শুধু ভুল উচ্চারণই করলেন না, কোটি কোটি মানুষের ভালবাসা-আবেগকেও অসম্মান করলেন। মাণ্ডব্যের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী দেখে দেখে মোহনবাগানের নাম উচ্চারণ করতে পারছেন না। এটা কী? শতাব্দীপ্রাচীন দুই ক্লাব। জাতীয় ক্লাব মোহনবাগান, লড়াইয়ের নাম ইস্টবেঙ্গল। এই নামগুলো তিনি জানেন না? মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান ভারতবর্ষের ফুটবলকে উজ্জ্বল করেছে। এরা বাংলার মনীষীদের অপমান করে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের নামও জানেন না। এদের দেখে রাখুন, চিনে রাখুন। বাংলা-বাঙালির নিজের হতে পারেন না। ক্রীড়ামন্ত্রী মনে হয় প্রথমবার নাম শুনলেন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের! অরূপ চক্রবর্তীর কটাক্ষ, দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী দেশের গর্ব দুই ক্লাবের নামটুকু জানবেন না? আমাদের প্রাণপ্রিয় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে বলছেন ইস্টবেগান-মোহনবেগান! চোদ্দপুরুষের ভাগ্য ভাল যে বেগানকে ভেগান বানিয়ে দেননি!

শুনানির নামে হেনস্থা, অভিযোগ শুনলেন কুণাল

প্রতিবেদন : কোথাও নামের বানানে সামান্য ভুল, কোথাও বিবাহিত মহিলাদের পদবিতে বদল, কোথাও উচ্চারণে সামান্য তফাত— এইরকম ছোটখাটো ভুলের কারণে শুনানির নামে বৈধ ভোটারদের সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে! এসআইআর-শুনানি নিয়ে কমিশনের উদ্দেশ্যে ফের তোপ দাগল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার দুপুরে জোড়াসাঁকো ও চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ভাঙা পা নিয়েই এলাকার ৩৮ এবং ৩৯ নং ওয়ার্ডের এসআইআর হেল্পডেস্ক পরিদর্শন করলেন। সমস্যায় পড়ে শিবিরে আসা মানুষের থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। কোথায় কোন গলদের জন্য শুনানিতে ডেকে কীভাবে বৈধ ভোটারদেরও হেনস্থা করা হচ্ছে, সবটা শুনে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে কী করা উচিত— সেই অনুযায়ী নির্দেশও দেন জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর কুণাল ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক বিবেক গুপ্ত, স্থানীয় কাউন্সিলর-সহ অন্য নেতৃত্ব। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, মূলত শিবিরগুলি থেকে উঠে আসা তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নামের বানানে কোনও ছোট্ট ভুলের জন্য তলব করা হয়েছে। বিবাহিত মহিলাদের জন্মগত ও বিবাহিত পদবি আলাদা হয়। সেকারণেও অনেককে ডাকা হয়েছে। কারও নামের উচ্চারণে তফাতের কারণে একটি-দুটি অক্ষর বদলে গিয়েছে, তাঁদের শুনানিতে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে! আমাদের দলের কর্মীরা ভোটারদের পাশে রয়েছেন যেকোনও সাহায্যের জন্য। সব জায়গাতেই শিবির চলছে। কর্মীরা পার্ট ধরে ধরে ভোটার লিস্ট নিয়ে শিবিরে বসে আছেন। সেখানেই প্রতিদিন বিভিন্নরকমের সমস্যা নিয়ে আসছেন মানুষ। বিশেষ করে বয়স্করা ভয় পাচ্ছেন, এই বয়সে যদি ভোটার লিস্ট থেকে নাম কাটা যায়!

■ জোড়াসাঁকোর ৩৮-৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের এসআইআর সহায়তা শিবিরে ভাঙা পা নিয়ে কো-অর্ডিনেটর কুণাল ঘোষ। ছিলেন বিধায়ক বিবেক গুপ্ত-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বুধবার।

শুনানিতে বিএলএ-২-দের থাকতে না দেওয়া নিয়ে কুণাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা হল শুনানিতে বিএলএ-২-দের থাকতে না দেওয়া। বিএলএ-২-রা বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। তাঁরা ভোটারদের তথ্য জানেন। কোথায় কোন নথি লাগবে, তাঁরা ভাল বলতে পারেন। এখন শুনানিতে তাঁদের থাকতে দেওয়া হল না। ফলে শুনানির সময় যে নথি দিচ্ছেন, তা মান্যতা পেল কিনা সেটা একজন ভোটার কী করে বুঝবেন! সব হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল চূড়ান্ত তালিকায় কোনও বৈধ ভোটারের নাম নেই। তখন তো আইনি পথে যেতে হবে। এখন বিএলএরা যদি থাকতেন তাহলে এই সমস্যা হত না। ২০২৫ সালে ভোট দিয়েছেন, এমন ব্যক্তিকেও স্ক্রুটিনির জন্য ডাকা হয়েছে। বাদ যায়নি তাঁর পরিবারও। অনেকে দীর্ঘদিন ধরে একই ঠিকানায় থাকেন। ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম রয়েছে, তাঁকেও প্রমাণ দিতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে নির্বাচন কমিশন যে পদ্ধতিতে শুনানি চালাচ্ছে তাতে বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে। শুনানিতে যা চলছে তাতে ভোটারদের নাম বাদের দিকে ঠেলে দেওয়া ও হেনস্থা করাই কমিশনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরেই তৎপর প্রশাসন। ১৩টি জনজাতিকে নিয়ে বিশেষ সমীক্ষার নির্দেশ দিয়ে জেলাশাসকদের চিঠি পাঠাল পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ কমিশন

বারাসত কাছারি ময়দানে ১৯ জানুয়ারি সভা অভিষেকের

মেগা প্রস্তুতিসভায় তৃণমূলে যোগদান

সংবাদদাতা, বারাসত : বারাসত কাছারি ময়দানে ১৯ জানুয়ারি সভা করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে দফায় দফায় প্রস্তুতি বৈঠক সারছে জেলা নেতৃত্ব। বুধবার বারাসত মিলনীর মাঠে প্রস্তুতি সভায় বেশকিছু বিরোধী দলের সক্রিয় সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সভায় উপস্থিত ছিলেন বারাসতের সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসতের পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, বারাসত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র, শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চয়ন দাস-সহ অন্যরা। সম্প্রতি এই মাঠে সভা করেছিলেন গদ্দার অধিকারী। সেই মাঠেই এদিন পাল্টা সভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এদিন খাদ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই পরিযায়ী পাখিদের মতো প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা আসতে শুরু হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে।

■ বারাসতে রণসংকল্পের প্রস্তুতি সভায় বক্তা রথীন ঘোষ। রয়েছেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা। বুধবার।

করেছেন। ২০২৬-এ বিজেপি পগারপার হয়ে যাবে। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা শেখান, গোটা ভারতবর্ষ সেটা অনুসরণ করে।

ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, আপনারা আছেন বলেই জোড়াফুল চকচক করে। বাংলার মানুষের জন্য যে উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে চলেছেন তাতে তাঁর চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে। বিজেপির লড়াই জাতের লড়াই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই ভাতের লড়াই। বিজেপির লড়াই ধর্মের ভাগাভাগি, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই সম্প্রতির, শান্তির।

কাকলি ঘোষ দস্তিদার আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য কাজ করে চলেছেন। নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। রাজ্যবাসীর সুরক্ষা দিতে দিল্লিতে গিয়ে গলা চড়াচ্ছেন বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁর সাফ কথা, সারের নাম করে অন্যান্য রাজ্যে মানুষের নাম বাদ দিয়ে জিতেছে। বাংলায় সেটা হবে না, বাংলার মানুষ লড়াকু মানুষ। এখানে একটাও রোহিঙ্গাও বার করতে পারেনি।

■ বুধবার টালিগঞ্জের ৯৫ নং ওয়ার্ডের গলফ গ্রিনে প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি সংলগ্ন পুকুরটির দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও লড়াইয়ের পর সাংসদ সায়নী ঘোষের সাংসদ তহবিলের টাকায় সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের শিলান্যাস করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। এ-ছাড়াও ছিলেন পুরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত-সহ অন্যেরা।

■ আশ্রিতা কলরবের উদ্যোগে কম্বল ও পড়ুয়াদের মধ্যে বই-খাতা বিতরণ। রয়েছেন সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপরঞ্জন বক্সি প্রমুখ।

মতুয়াদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে বিজেপি

প্রতিবেদন : বাংলার বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে বিজেপির নোংরা রাজনীতি। বুধবার এই নোংরা রাজনীতিরই অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তাঁর এই উদ্যোগ ঘিরেই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তাঁর প্রশ্ন, এত দিন শান্তনু ঠাকুর চুপ করে বসেছিলেন কেন? কেন বাংলার বিধানসভা ভোটের আগেই তিনি মতুয়াদের নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করলেন? কেন ৬ মাস আগে তাঁর মনে পড়ল না মতুয়াদের কথা? বাংলার বিধানসভা ভোটের আগে মতুয়াদের ভোট ব্যাঙ্কের দিকে কু-দৃষ্টি দিয়েই বুধবার এইভাবে মতুয়া সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরাসরি দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু, অভিযোগ মমতাবালার। মমতাবালা বলেন, বাংলার এসআইআর-এ লক্ষাধিক মতুয়ার ভোটাধিকার প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তাঁদের সঙ্গে অবিচার করা হচ্ছে। এই লক্ষাধিক মতুয়ার মৌলিক অধিকার কীভাবে রক্ষিত হবে? তাদের বংশপরম্পরায় যে অগণিত লোক সমস্যায় পড়তে পারেন, তাদের ভোটাধিকার কীভাবে সুরক্ষিত হবে? কেন শান্তনু ঠাকুর রাষ্ট্রপতিকে বললেন না যে, এই লক্ষাধিক মতুয়ার ভোটাধিকার বহাল রাখা হোক। কেন মনরেগায় কাজ করা মতুয়াদের টাকা আটকে রাখা হল? আসলে বিজেপি বুঝতে পেরেছে যে, মতুয়ারা আর তাদের সঙ্গে নেই। তাই এখন লোক দেখাতে রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করা হচ্ছে।

শুষ্ক আবহাওয়ায় নামবে পারদ

প্রতিবেদন : পারদপতনে রেকর্ড ভাঙছে তাপমাত্রা। আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে চলবে জবুথবু ঠান্ডা। বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে শৈত্যপ্রবাহের সর্তকতা জারি করা হয়েছে। হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় 'শীতল দিন'-এর পরিস্থিতি থাকবে। ঘন কুয়াশার জন্য কমবে দৃশ্যমানতা। রাতের তাপমাত্রা অধিকাংশ জেলায় স্বাভাবিকের থেকে ২-৪ ডিগ্রি কম। দিনের তাপমাত্রা দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিকের থেকে ৩-৫ ডিগ্রি কম।

পাটশিল্প বাঁচাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি ঋতব্রতের

প্রতিবেদন : চটের বদলে শস্য মজুত প্লাস্টিকের ব্যাগে! পাটশিল্প ও শিল্পীদের চূড়ান্ত ক্ষতির মুখে ফেলতে কেন্দ্রের তুঘলকি ফরমান। কেন্দ্রের ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই)-এর নির্দেশিকা, বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যশস্য মজুত করা হবে প্লাস্টিকের ব্যাগে। তার জন্য ৯.২২ লক্ষ বেল (এক বেল=৫০০ ব্যাগ) প্লাস্টিক ব্যাগ বরাদ্দ-বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে যেখানে গোটা বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিক-বর্জনের আওয়াজ উঠেছে, সেখানে কেন্দ্রের এই চক্রান্তকারী নির্দেশে পাটশিল্পও কার্যত ধ্বংসের মুখে। পাটশিল্পের এই দুর্দশা নিয়ে কেন্দ্রের বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে চিঠি লিখে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এফসিআই-এর নির্দেশিকায় পাটশিল্প ও পাটশিল্পীরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, চিঠির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ঋতব্রত। এর আগেও পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি লিখে পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। সাংসদের দাবি, কাঁচাপাট সংক্রান্ত স্থিতিশীল পরিস্থিতির কথা ঘোষণা করুক কেন্দ্র। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিকমতো বণ্টন করা হোক, নির্দিষ্ট দাম ঠিক করা হোক, কৃষক ও কারখানাগুলিকে সময়মতো তাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিক কেন্দ্র। গিরিরাজের কাছে ঋতব্রতর দাবি, পাটশিল্পে স্থিতাবস্থা আনতে, শ্রমিকদের আশ্বস্ত করতে এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়োজনীয় যা পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা দ্রুত গ্রহণ করুন মন্ত্রী।

■ উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ যুব মৈত্রী উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। রয়েছেন মন্ত্রী তথা খড়দহের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার সরকারি দলের মুখ্য সচেতক ও পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, পুরসভা ও চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

■ রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালির প্রচারে সভা। রয়েছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বুধবার হুগলির জাঙ্গিপাড়ায়।

রাজ্য পুলিশে রদবদল

প্রতিবেদন : পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পুলিশের বিভিন্ন পদে রদবদল করল প্রশাসন। রাজ্য পুলিশের এক আদেশে জানায়, তমলুকের এসডিপিও আফজল আবরারকে পাঠানো হল কালনার এসডিপিও করে। তাঁর জায়গায় এলেন কালনার এসডিপিও শুভদীপ ঘোষ। এছাড়া হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ড. মোহিত মোল্লাকে বদলি করে পাঠানো হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শনাক্তকরণ ও প্রযুক্তি বিভাগের ডেপুটি এসপি পদে। আবানুর হোসেনকে পাঠানো হল এগরার এসডিপিও করে। এই পদে থাকা দেবী দয়াল কুণ্ডুকে দেওয়া হল রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগে। একদিন আগে আর এক আদেশে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তিন সাব ইন্সপেক্টরকে বদলি করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। তাঁরা হলেন পারুলিয়া কোস্টালের ওসি এমডি. আসাদুল সেখ, উস্তির ওসি আবুল মার্জান ও মগরাহাট থানার ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডল। এছাড়া হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের এসআই পঙ্কজ ঘোষকে বদলি করা হল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায়।

■ মগরাহাট থানার বিদায়ী ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডলকে সংবর্ধনা সহকর্মীদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিপর্যয় মোকাবিলার পাঠ দিতে পড়ুয়াদের নিয়ে হল বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। বুধবার জলপাইগুড়ির এই শিবিরে বহু স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়

আমার বাংলা

8 January, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ভোট যুদ্ধ, এককাট্টা হয়ে লড়ার বার্তা অভিষেকের

মণীশ কীর্তনিয়া • মালদহ

তৃণমূল কংগ্রেসের একতার কাছে হার মানবে বিজেপি। ভোট যুদ্ধ, এককাট্টা হয়ে লড়তে হবে দলের কর্মীদের। বুধবার মালদহে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার উত্তর দিনাজপুর থেকে মালদহে পৌঁছান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, সমর মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, জেলা সভাপতি চৈতালি সরকার, যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, জেলা পরিষদ সভাধিপতি লিপিকা দাস প্রমুখ। সেই বৈঠকেই অভিষেকের স্পষ্ট নির্দেশ দলের মধ্যে কোনও ঝামেলা নয়। সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এই বৈঠকেই বিজেপি কীভাবে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করছে, তার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হবে মালদহের নেতৃত্বকে সেই সুর বেঁধে দিলেন অভিষেক।

আজ, বৃহস্পতিবার মালদহে জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই বুধবার জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখানে এসআইআর-এর কাজ শেষ পর্বে ঢিলেমি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন অভিষেক। সেই সঙ্গে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনি আবার মালদহে আসবেন। তার প্রস্তুতি নেওয়ারও নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের প্রচার অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে প্রচারের অঙ্গ হিসাবে নেওয়া হয়েছে একাধিক কর্মসূচিও। আরও কী কর্মসূচি নেওয়া হবে, কীভাবে এগোবেন সংগঠনের সদস্যরা এদিন জেলা নেতৃত্বর সঙ্গে বৈঠক করে তার একপ্রকার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন অভিষেক।

■ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেকের হস্তক্ষেপে উঠল ধরনা, কাজে ফিরবেন চা-শ্রমিকেরা

■ চা-শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললেন প্রকাশ চিক বরাইক।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বাগানে মজুরি বকেয়া, মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরনায় বসেছিলেন চা-শ্রমিকেরা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি জানতে পেরেই নিলেন ব্যবস্থা। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত বকেয়া মজুরি মালিকদের মেটাতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। জেলাসভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক এই বার্তা চা-শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যেতেই উঠে গেল চা শ্রমিকদের সেই ধরনা। সোমবার থেকে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যার সামনে জেলার পাঁচটি বাগানের চা শ্রমিকরা প্রায় চার মাসের বকেয়া মজুরি, বোনাস ও অন্যান্য দাবিতে ধরনায় বসেছিল। সোমবার সহকারী শ্রম আধিকারিকের ডাকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ছিল ডুয়ার্স কন্যায়। সেই উদ্দেশ্যে জেলার পাঁচটি চা বাগানের শ্রমিকরা অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সুরাহা হবে বলে। কিন্তু ওই বৈঠকের দিন সকালে মালিক পক্ষ জানায় তারা বৈঠকে যোগ দিতে পারবে না। এরপরেই শ্রমিকদের ক্ষোভ চরমে ওঠে, তারা ডুয়ার্স কন্যার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। এরপর ধরনায় বসে শ্রমিকরা। দুদিন রাতদিন এক করে ধরনা চালিয়ে যায় তারা। এই প্রবল ঠান্ডায় তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধরনায় বসে থাকে তারা। খবর পৌঁছায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে। তিনি চা শ্রমিকদের এই কষ্টের কথা শুনে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন বিষয়টিতে। অভিষেকের নির্দেশে এর পর বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক। এবং মঙ্গলবার গভীর রাতে ডুয়ার্স কন্যার সামনে পৌঁছে শ্রমিকদের বার্তা দেন যে, কর্তৃপক্ষ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে বকেয়া বোনাস, পি এফের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। প্রকাশের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ধরনা প্রত্যাহার করেন চা বাগানের শ্রমিকরা। কিন্তু এত রাতে তাঁদের বাড়ি ফেরার উপায় না থাকায়, বুধবার সকালে সবাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির পথ ধরেন। বৃহস্পতিবার থেকে সকলেই বাগানে কাজে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। বিপদের দিনে তৃণমূল যে চা-শ্রমিকদের পাশে আছে সেটা আবার প্রমাণ হয়ে গেল আলিপুরদুয়ারে।

তৃণমূলে যোগদান

■ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। একাধিক অভিযোগ তুলে বিরোধী শিবির ছাড়লেন প্রায় ৩০ জন যুবক। ময়নাগুড়ির এক আলোচনা সভায় হয় যোগদান। তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায়। যোগদানের পর ওই যুবকেরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে উন্নয়নে শামিল হতেই এই যোগদান।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

■ ঘন কুয়াশায় একের পর এক দুর্ঘটনা। বুধবার সকালে মৃত্যু হল এক টোটো চালকের। ময়নাগুড়ির ঘটনা। জানা গিয়েছে, এদিন ধূপগুড়ির দিকে যাওয়া যাত্রীবোঝাই টোটোটিকে উল্টো দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়েন যাত্রীরা। গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টোটো চালকের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থেল আসে পুলিশ। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক। খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রমিকের মৃত্যু, পরিবারের পাশে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, মালদহ: ফের ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে অকালমৃত্যুর ঘটনা সামনে এল মালদহের মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকায়। কালিয়াচক দুই ব্লকের রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরামপুর গাজিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা উৎপল মণ্ডল প্রায় এক মাস আগে পরিবারের অভাবের তাগিদে মুম্বইয়ের থানেতে কাজে পাড়ি দেন। পরিবারে বাবা-মা, স্ত্রী ও দেড় বছরের একমাত্র সন্তানকে রেখে জীবিকার সন্ধানে ভিন রাজ্যে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরার কথা ছিল উৎপলের। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বুধবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ও সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেন এবং ভবিষ্যতেও পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

■ মৃত শ্রমিকের বাড়িতে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

অষ্টম বার্ড ফেস্টিভ্যালের সূচনা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: পক্ষী বিশারদ ও পক্ষীপ্রেমীদের পাখি দেখার সুযোগ করে দিতে শুরু হল বার্ড ফেস্টিভ্যাল। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অষ্টম বার্ড ফেস্টিভ্যালের সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) সন্দীপ সুন্দরিয়া। চলবে আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত । ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই বার্ড ফেস্টিভ্যাল রাজ্যের প্রাচীনতম পক্ষী উৎসব। এছাড়াও রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবনেও একটি বার্ড ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হয়। প্রায় ৫০০ প্রজাতির পাখি দেখতে বক্সা বার্ড ফেস্টিভ্যালে যোগ দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১৫ জন পক্ষীপ্রেমী। এদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। দেশের মূল ভুখণ্ডের পাশাপাশি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকেও এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন তিনজন পক্ষীপ্রেমী। যদিও তিনদিনের এই ফেস্টিভ্যালে বক্সার জঙ্গলে থাকা এই বিশাল সংখ্যার পাখির দর্শন করা সম্ভব নয়, তবুও মোট চারটি রুটে জঙ্গলের গভীরে গিয়ে বেশি সংখ্যক পাখি দেখাই এই পক্ষীপ্রেমীদের উদ্দেশ্য। এর আগে শেষবার বক্সার জঙ্গলে ২২৬ প্রজতির পাখীর দেখা পেয়েছিল পক্ষীপ্রেমীরা। সূচনার দিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বন উন্নয়ন নিগমের আধিকারিক কুমার বিমল, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্রঅধিকর্তা অপূর্ব সেন, দুই ক্ষেত্রউপ অধিকর্তা হরিকৃষ্ণন পি জে ও দেবাশিস শর্মা।

■ সূচনায় সন্দীপ সুন্দরিয়া-সহ আধিকারিকেরা।

উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে পাঁচালি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ১৫ বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে অভিনব পন্থা নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বরুণা অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন বরুণা অঞ্চলের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি বিশাল র‍্যালি ও মাঠ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। কয়েকশো মহিলা কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরে এই মিছিল। পাঁচালির সুরে তুলে ধরা হয় রাজ্য সরকারের 'জন্ম থেকে মৃত্যু' পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্যের কথা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে বার্ধক্য ভাতা— সবই উঠে আসে এই প্রচারে। এই কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা ও নেতৃত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীথিকা বর্মন দেবশর্মা, ব্লক তৃণমূল মহিলা সহ-সভাপতি রত্না রায়, স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী বুলি রায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আমার বাংলা
8 January, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বালির ট্রাক আটক

সংবাদদাতা, নলহাটি : বৈধ চালান না দেখাতে পারায় একটি বালির ট্রাক আটক করল নলহাটি থানার পুলিশ। নলহাটি থেকে ট্রাকটি বালি নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার সময় পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তারা সেটিকে আটক করে। পুলিশ দেখতে চাইলে ট্রাকচালক বৈধ নথি দেখাতে পারেনি। এরপরই পুলিশ চালক-সহ ট্রাকটিকে আটক করে।

অসুস্থ পরিযায়ী পাখি নিয়ে গেলেন বনকর্মীরা

সংবাদদাতা, ডেবরা : ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচলি এলাকায় একটি বৃহৎ আকারের অসুস্থ পাখি দেখতে পান এলাকাবাসী। উড়তে অক্ষম পাখিটিকে উদ্ধার করে এলাকাবাসী স্থানীয় একটি ক্লাবঘরে রাখেন। এলাকার মানুষজন মাছ ধরে খাওয়ান পাখিটিকে। ডেবরা বন বিভাগে খবর দেওয়া হলে বুধবার বনকর্মীরা এসে পাখিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। শরীরের কোথাও কোনও চোট পেয়ে পাখিটি অসুস্থ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বন বিভাগ থেকে জানানো হয়, পাখিটি গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশে দেখতে পাওয়া যায়।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে কুইজ

সংবাদদাতা, ডেবরা : সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের বার্তা নিয়ে বুধবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের বালিচক ভজহরি হাইস্কুলের পড়ুয়াদের ডেবরা থানা ও ডেবরা থানা ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে সচেতনতার বার্তা দিলেন কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। ছিলেন ডেবরা থানার ওসি পলাশ কুইলা, ট্রাফিক বিভাগের ওসি সাদ্দাম হোসেন-সহ অন্যরা। গাড়ি কীভাবে চালাবে, বাইক চালাতে গেলে কী কী নিয়ম মানা উচিত, রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে কী করা উচিত ইত্যাদি ট্রাফিক সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করা হয়।

নেতাই দিবসে শহিদ-তর্পণ, বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে তৃণমূল নেতৃত্ব

পেটের ভাত, মাথার ছাদ কাড়তে চায়

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি, ১৪ বছর আগের সেই অভিশপ্ত শীতের সকালের বারুদ আর রক্তের গন্ধ আজও যেন মিশে আছে লালগড়ের বাতাসে। সেই রক্তক্ষয়ী স্মৃতিকে পাথেয় করে বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার নেতাই গ্রামে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল 'নেতাই শহিদ স্মৃতিতর্পণ' অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নেতাই শহিদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি। অনুষ্ঠানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি ও শহিদ পরিবারগুলির সদস্যেরা। ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা জয়া দত্ত, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, সাংসদ কালীপদ সরেন, বিধায়ক দুলাল মুর্মু, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, দেবনাথ হাঁসদা, সুজয় হাজরা, দীনেন রায়, অজিত মাইতি, জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহিদ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি আহতদের

বক্তব্য পেশ করছেন জয়প্রকাশ মজুমদার। রয়েছেন বীরবাহা হাঁসদা, জয়া দত্ত প্রমুখ।

পরিবারের সদস্যরা। শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি শহিদ পরিবারগুলিকে বস্ত্র দেওয়া হয়। জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা যেমন মানুষ ভোলেনি, নেতাইয়ের ঘটনাও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনওদিন ভুলবে না। যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে, স্নেহে নিজের রাজনৈতিক জীবন বড় করে তুলেছিলেন, সেই মিরজাফর অধিকারী ইডি-সিবিআই থেকে বাঁচতে বিজেপিতে গিয়েছেন। গত বছর নেতাই দিবসের দিন এখানে তিনি মিটিং করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ওই গদ্দারকে মানুষ এখানে জায়গা দেয়নি বলে লালগড়ে মিটিং করে ফিরে যান। এবছর আর সে সাহসও দেখাননি। বিজেপি বাংলার মনীষীদের অসম্মান, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি তকমা দিয়ে ভোটার লিস্টে নাম বাদ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। ভোট দেওয়ার যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা কেড়ে নেবে বলছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, একটি বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে লড়াই হবে। ১০০ দিনের কাজের টাকা, বাংলার বাড়ির টাকা বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার। পেটের ভাত আর মাথার ছাদ দুটোই কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি। অন্যদিকে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, প্রতি বছর আমরা এই দিনটিতে শহিদদের প্রতি সম্মান জানাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যারা বাংলাকে ভাগ করার চেষ্টা করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকাল থেকে সন্ধে অপমান করছে, তাদের যতক্ষণ না উপড়ে ফেলতে পারি ততক্ষণ আমরা শহিদদের ঠিকমতো মর্যাদা দিতে পারব না। আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে বাংলার বুক থেকে উপড়ে ফেলব একজোট হয়ে। এছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন সাংসদ কালীপদ সরেন, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত-সহ অন্যরা। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএম নেতা রথীন্দ্র দণ্ডপাঠের বাড়িতে থাকা সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর গুলিতে ৯ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। আহত হন ২৮ জন। তারপর থেকেই প্রতিবছর নেতাই গ্রামে এই দিনে শহিদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে শহিদ তর্পণ অনুষ্ঠান করা হয়।

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স দমকল পৌঁছনোর মহড়া জেলা পুলিশের

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়া শহরে অগ্নিকাণ্ড কিংবা যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে যাতে অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে, সেটা সুনিশ্চিত করতে বিশেষ মহড়ায় নামল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় যানজট, সংকীর্ণ রাস্তা, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি ও বাইক, দোকানের বাইরে রাখা মালপত্রের কারণে প্রতিনিয়ত যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এর জেরে দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডের সময় জরুরি পরিষেবার গাড়ি প্রবেশে বড়সড় বাধায় পড়ছে। বিশেষ করে শহরের কাপড় গলি এলাকায় পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক। একসময় যেখানে প্রায় ১২ ফুট চওড়া রাস্তা ছিল, বর্তমানে রাস্তায় মালপত্র রাখা এবং অবৈধ নির্মাণের কারণে সেই রাস্তা সংকুচিত হয়ে প্রায় ৬ ফুটে নেমে এসেছে। ফলে অগ্নিকাণ্ডের মতো পরিস্থিতিতে দমকলের বড় ইঞ্জিন কিংবা অ্যাম্বুলেন্স প্রবেশ করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছে। এই বিষয়গুলি সামনে রেখেই এদিন স্থানীয় ব্যবসায়ী,

যানজট কাটাতে পুলিশের মক ড্রিল শহরে।

দোকানদার এবং পথচলতি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ মক ড্রিল বা মহড়া দেওয়া হয়। দখলমুক্ত শহর গড়ে তোলা এবং জরুরি পরিষেবা নির্বিঘ্ন রাখতে প্রশাসন এই উদ্যোগ নেয়। এদিন পুরুলিয়া শহরের ব্যস্ততম এলাকা বাসস্ট্যান্ড, কোর্ট মোড়, পিএন ঘোষ স্ট্রিট ও চকবাজারের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পুলিশ ও দমকল বিভাগের আধিকারিকেরা যৌথভাবে অভিযান চালান।

ওজনের কারচুপি রুখতে বাজারে চলল এনফোর্সমেন্টের অভিযান

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : উপভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা রুখতে এবং ওজনের কারচুপি বন্ধ করতে বুধবার সকালে বলরামপুর বাজারে যৌথ অভিযান চালাল পুরুলিয়া জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও মেট্রোরলজি বিভাগের আধিকারিকেরা। বুধবার সকালে প্রশাসনের প্রতিনিধিদলটি বলরামপুর ডেলি মার্কেটে হানা দেয়। অভিযান চলাকালীন বাজারের একাধিক সবজি, মাছ-মাংস, ফল ও মশলার দোকানে ব্যবহৃত ওজন মেশিন এবং বাটখারা খতিয়ে দেখা হয়। পরীক্ষায় উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বেশ কিছু দোকানে ব্যবহৃত ওজন মেশিন ও বাটখারা নির্ধারিত মানের নয় বলে জানা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই সেইসব ত্রুটিপূর্ণ ওজন মেশিন ও বাটখারা বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওজন মেশিন রিনিউ করিয়ে নেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম ধরা পড়লে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এদিকে অভিযান শুরু হতেই বাজারের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করে পালায়।

বাজারে হানা প্রশাসনের।

বর্ধমানে স্বামীজির জন্মদিনে দেড় হাজার যুবর মিনি ম্যারাথন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আগামী ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে বর্ধমানের শিশির সাথী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রান ফর ইয়ুথ মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। সংস্থার সম্পাদক তথা বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রাসবিহারী হালদার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে চতুর্থ বর্ষের নীলপুর উৎসব শুরু হবে ঘোষের মাঠে। তার আগে ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিনে নীলপুরে তাঁর একটি মূর্তির উদ্বোধন হবে। ওই দিন বর্ধমানের গোলাপবাগ মোড় থেকে পুলিশ লাইন এই প্রায় সাড়ে ৬ কিলোমিটার মিনি ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে। গোটা রাজ্যের প্রায় ১৫০০ যুবক-যুবতী এতে অংশ নেবেন। রাসবিহারী হালদার জানান, নীলপুর যুব উৎসবে এবার ১০০টি স্টল থাকছে। মেলার উদ্বোধন করবেন অভিনেতা দেব ও সায়নী ঘোষ। এছাড়াও ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা উৎসবে আসবেন টলিউড-বলিউডের গায়ক-গায়িকারা। ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে নীলপুরে নেতাজিমূর্তিরও উদ্বোধন হবে।

নীলপুরে বসছে বিবেকানন্দ-নেতাজির মূর্তি

সাংবাদিক বৈঠকে যুব তৃণমূল নেতা রাসবিহারী হালদার প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

8 January, 2026 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ডেবরার আষাড়ি এলাকায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কাষ্ঠ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির নতুন সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে প্রতাপ বেরা, গোলাম মহম্মদ ও গৌরহরি সামন্ত

নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণসভায় সরব ঋজু গদ্দার-পাপমুক্ত হতে শপথ নিতে হবে

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : কয়েক মাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে চড়ছে পারদ। বুধবার নন্দীগ্রামে বশ্যতা বিরোধী শহিদ স্মরণসভা থেকে শহিদদের নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নন্দীগ্রামের মানুষকে বিজেপির প্ররোচনায় পা না দিয়ে আগামী দিনে ফের ভুল না করার বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় হার্মাদদের হাতে খুন হওয়া তিন শহিদকে নিয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া এলাকায়। সেখানে ছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র ঋজু দত্ত, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়-সহ অন্যরা। শীতের সকালেও স্মরণসভায় নন্দীগ্রামের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ঋজু দত্ত বলেন, ২০০৭ সালে যে শহিদরা আত্মবলি দেন, তাঁদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলা স্বাধীন হয়েছে। ৩৪ বছরের অপশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে। তাহলে নন্দীগ্রাম স্বাধীন হবে না কেন? আপনাদের আজ শপথ নিতে হবে যে আমরা নন্দীগ্রামকে পাপমুক্ত করব। আর এই পাপের নাম হল গদ্দার অধিকারী। নন্দীগ্রামের মানুষ ৫ বছর আগে একটা ভুল করেছিলেন। এই ভুল এবার আপনাদের শুধরে নিতে হবে। কারণ বাংলায় একটা কথা আছে, পাগলেও নিজের ভালটা বোঝে। আপনাদের নিজের ভালটা বুঝতে হবে। বাংলার কথা ভাবতে হবে না, নিজের পাড়া, নিজের অঞ্চল, নিজের গ্রামের কথা ভাবুন। লোডশেডিং করে ওই চিটিংবাজ ১৯৫৬ ভোটে জিতে যায়। মনে রাখবেন ভারতের একমাত্র সাব-জুডিস এমএলএ গদ্দার অধিকারী। এখনও ওর বিরুদ্ধে কেস চলছে এই মর্মে যে ও লোডশেডিং করে চিটিংবাজি করে জিতেছে। কিন্তু এবার যাতে চিটিংবাজি, লোডশেডিং, ফেরেববাজি করে না জিততে পারে তার দায়িত্ব নন্দীগ্রামের মানুষকেই নিতে হবে।

বুধবার ভোরে মোমবাতি মিছিল করে নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণ। পরে সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল মুখপাত্র ঋজু দত্ত-সহ জেলার নেতৃত্ব।

সারের লাইনে অসুস্থ উদাসীন কমিশন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বুধবার বর্ধমান জেলাশাসকের অফিসে সার-শুনানিতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন তেলিপুকুরের বাসিন্দা অশোক শর্মা। তখন সেখানে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সন্তু তরফদার। দীর্ঘক্ষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা সত্ত্বেও ডাকা হয়নি অ্যাম্বুলেন্স বা ডাক্তা। খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা হাজির হলে তাঁদের ওপর কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সাংবাদিকদেরধাক্কা দিতে দিতে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং ছবি তুলতে বাধা দেন তিনি। অশোকের দাদা মহাদেব শর্মা জানান, অনেকক্ষণ অসুস্থ অবস্থায় পড়েছিল ভাই। শুনেও কেউ কান দেননি। বর্ধমান পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার রূপালী কৈবর্ত্য বলেন, অশোক আমার ওয়ার্ডেই থাকেন। এদিন তিনি ও তাঁর মা সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুপুর হয়ে গেলেও ডাকা হয়নি। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে যান। কোনও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়নি। খবর পেয়ে বর্ধমান উত্তরের মহকুমা শাসক রাজর্ষি নাথ দ্রুত অন্য আধিকারিকদের পাঠিয়ে অসুস্থ অশোককে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণ নিয়ে ক্ষুব্ধ শুনানিতে আসা অন্যরা সরব হন শুনানি কেন্দ্রে কোনও চিকিৎসা পরিষেবা না থাকায়। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এদিন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তারকনাথ ঘোষকেও অতিকষ্টে শুনানি কেন্দ্রে নিয়ে আসেন তাঁর বাবা। বিএলও-কে জানালেও তিনি ব্যবস্থা নেননি।

রাস্তার নির্মাণকাজের সূচনায় বিধায়ক

সংবাদদাতা, দাসপুর : মুখ্যমন্ত্রীর নতুন প্রকল্প বাংলার শপথের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নে পরিবহণকে মজবুত করে গড়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। সেই প্রচেষ্টায় বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ১ ব্লকের নন্দনপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি রাস্তার কাজ শুরু হতে চলেছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চকবোয়ালিয়া এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তার নির্মাণকাজের উদ্বোধন হল এদিন। ছিলেন দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র, দাসপুরের বিডিও দীপঙ্কর বিশ্বাস, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আশীষ মাজি, তমলুক ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক ইউনিয়নের সম্পাদক কৌশিক কুলভি, পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল মণ্ডল-সহ অন্যরা। প্রায় ১.৬৬৮ কিমি রাস্তা নির্মাণে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১ কোটির বেশি টাকা বলে জানান বিডিও দীপংকর বিশ্বাস।

উন্নয়নের সংলাপ : গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ জেলা সভাধিপতির

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ানের তথ্য সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে বলরামপুর বিধানসভা এলাকায় শুরু হল বিশেষ 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি। বুধবার এই কর্মসূচির প্রথম দিনেই বড় উরমা পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামে জনসংযোগে নামেন পুরুলিয়ার সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত। এদিন বলরামপুর বিধানসভায় টিম ১-এর নেতৃত্বে পাড়দা, লায়াডি, হাড়জোড়া ও ডুমারি এলাকায় জোরকদমে প্রচার চালানো হয়। সভাধিপতির পাশাপাশি ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য গৌতম মাহাত, প্রতিমা কিস্কু, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি রফিক আনসারি, যুব সভাপতি কাজল কুন্ডু-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন নেতৃত্ব। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সঠিকভাবে পাচ্ছেন কিনা, কোথাও কোনও অভাব-অভিযোগ রয়েছে কিনা, তা সরজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দেওয়া হয়। এদিন সভাধিপতি বলেন, গত ১৫ বছরে জঙ্গলমহলে রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সেটাই মানুষের সামনে তুলে ধরা মূল লক্ষ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জন্ম থেকে মৃত্যু প্রায় ৯৫টি জনমুখী প্রকল্প চালু করেছে। তীব্র আক্রমণের সুরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও নারী স্বাধীনতা নিয়ে বিজেপি নেতাদের সাম্প্রতিক মন্তব্যের নিন্দা করে বলেন, যারা নারীদের ঘরে বন্দী রাখতে চায়, আগামী নির্বাচনে রাজ্যের মহিলারাই তাদের উপযুক্ত জবাব দেবেন।

জনসংযোগে সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত।

ফের হয়রানি! সার-নোটিশ পেয়ে ২ পঙ্গু অ্যাম্বুল্যান্সে এলেন কেন্দ্রে

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ফের সার-শুনানি নিয়ে হয়রানির অভিযোগ উঠল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। সার-শুনানির নোটিশ পেয়ে মেদিনীপুরের ১৮ নং ওয়ার্ডের পালবাড়ি এলাকার দুই চলচ্ছক্তিহীন ভোটারকে কাউন্সিলরের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বুধবার অ্যাম্বুলেন্সে চেপে পৌঁছতে হল জেলাশাসকের দফতরের শুনানি কেন্দ্রে। যদিও পৌঁছানোর পরই তাঁদের জানানো হয় বাড়ি নিয়ে যেতে। সেখানে গিয়েই হবে শুনানি। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা শেখ মনিরুদ্দিনের নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। প্যারালাইসড অবস্থায় ৬ বছর ধরে বাড়িতে পড়ে আছেন। অন্যদিকে একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলিমা বিবিও প্যারালিসিস রোগী। পালবাড়িতে বাস ৩০ বছর। ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকলেও স্বামীর নামের বানান ভুল থাকায় পাঠানো হয় নোটিশ। নোটিশ পেয়ে এই দুই ভোটারের বাড়ির লোকজন যোগাযোগ করেন স্থানীয় কাউন্সিলরের সঙ্গে। যেহেতু শুনানি কেন্দ্রে যেতেই হবে তাই তিনিই ব্যবস্থা করেন অ্যাম্বুলেন্সের। তাতেই দুই ভোটারকে নিয়ে জেলাশাসকের দফতরে শুনানি কেন্দ্রে পৌঁছন তাঁদের পরিবার। প্রথমে বাড়ি চলে যেতে বলেও পরে এইআরও শুনানি কেন্দ্রের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক এবং বিএলও-কে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে সারেন দুজনের শুনানি প্রক্রিয়া।

দিল্লির ফেসাইয়ে গেল জগন্নাথধামের ভোগের অডিট রিপোর্ট

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

দিল্লিতে ফেসাইয়ের কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠানো হল দিঘার জগন্নাথধামের ভোগের রিপোর্ট। মাসখানেকের মধ্যেই জগন্নাথধামের ভোগপ্রসাদ পেতে চলেছে ফেসাই অনুমোদিত ভোগের (ব্লিসফুল হাইজেনিক অফারিং টু গড) শংসাপত্র। বুধবার তার যাবতীয় রিপোর্ট সংগ্রহ করা হল জগন্নাথধাম থেকে। নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকের উপস্থিতিতে এবং ফেসাইয়ের দুই সদস্যের উপস্থিতিতে জগন্নাথধামের রান্না করা ভোগের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় এদিন। ফাইনাল অডিটের মাধ্যমে সব তথ্য জমা পড়বে দিল্লিতে। সেখান থেকেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে জগন্নাথধামের রান্না করা ভোগপ্রসাদ পেতে চলেছে ফেসাই অনুমোদিত ভোগের শংসাপত্র। গত ডিসেম্বর থেকে দিঘার জগন্নাথধামে ভক্তদের বসে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রোজ কয়েকশো মানুষ কুপন কেটে জগন্নাথ দেবের ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করছেন মন্দির চত্বরেই। আগামী দিনে আরও বিপুল মানুষকে যাতে এই ভোগ দেওয়া যায়, তার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। জগন্নাথধামের এই ভোগ কতটা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি তা নিয়ে মাসখানেক আগেই খাদ্য সুরক্ষা দফতরের তরফে প্রি-অডিট করা হয়। সেখানে রাঁধুনিদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকেরা। রান্নার সময় যাতে সমস্ত সুরক্ষাবিধি মানা হয় সে ব্যাপারেও জোর দেন তাঁরা। এরপর বুধবার ফাইনাল অডিট হয়। সেই অডিটে উপস্থিত ছিলেন নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক বিশ্বজিৎ মান্না ও ফেসাইয়ের দুই সদস্যের টিম। তাঁরা সকলেই এদিন বিভিন্ন পদ রান্নার বিষয় খতিয়ে দেখেন। রান্নার জন্য কোন জল ব্যবহার হচ্ছে এবং রান্নার সময় রাঁধুনিরা সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মানছেন কিনা তাও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে এই পর্ব। যা জমা পড়বে দিল্লিতে। রিপোর্ট পর্যবেক্ষণের পরই কয়েক মাসের মধ্যে জগন্নাথধামকে দেওয়া হবে ভোগের শংসাপত্র। খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক বিশ্বজিৎ মান্না বলেন, আজ জগন্নাথধামের ভোগের ফাইনাল অডিট হল। ভক্তরা এই ভোগপ্রসাদ খেয়ে যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়েন সেই জন্য কতটা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ভোগ তৈরি হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা হয়। সমস্ত রিপোর্ট দিল্লিতে ফেসাইয়ের কেন্দ্রীয় দফতরে জমা পড়বে।

১০
৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

8 January, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

এসআইআরের কাজের চাপে মালদহে মহিলা বিএলওর মৃত্যু

সংবাদদাতা, মালদহ: কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। তার মধ্যে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তবু চালিয়ে যাচ্ছিলেন এসআইআরের কাজ। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। অসুস্থ শরীরে আর নিতে পারেননি চাপ। ফলে বুধবার ভোররাতে মৃত্যু হল মালদহের বিএলও সম্পৃতা চৌধুরি সান্যালের। পরিবারের দাবি, এসআইআরের চাপের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে মৃতার বাড়িতে যান স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ অনেকেই। মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার ফুলবাড়ি পাকুড়তলা এলাকার বাসিন্দা সম্পৃতা। পেশায় আইসিডিএস কর্মী। ইংরেজবাজার পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের ১৬৩ নং বুথের বিএলও-র দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মৃতার স্বামী বলছেল, প্রচণ্ড কাজের চাপ ছিল। তার মধ্যে শীত। গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সম্পৃতা। ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। তিনি বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এসআইআরের কাজের চাপ ছিল। ফলে অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাতে সমস্যা আরও বাড়ে। আজ

বিএলও সম্পৃতা চৌধুরি সান্যাল।

ভোরে সম্পৃতার মৃত্যু হয়। খবর পেয়েই মৃতার বাড়ি যান ১৫ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর গায়ত্রী ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের চাপের ফলেই বিএলওরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। পরিণতি ভয়ংকর হচ্ছে। এর আগেও এই রাজ্যে একাধিক বিএলওর মৃত্যু হয়েছে। সেখানেও এসআইআরের কাজের চাপের অভিযোগ উঠেছিল।

ঘটনার পর এর তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে বলা হয়েছে, বিজেপি আর নির্বাচন কমিশনের যৌথ চক্রান্তে তৈরি এসআইআর-এর অমানবিক চাপে আরও একজন বিএলওর মৃত্যু বাংলায়। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেও সেটা সম্ভব হয়নি নির্বাচন কমিশনের একের পর এক ফরমানের জেরে। মৃত্যুমিছিল চলছেই, তবুও কোনও হেলদোল নেই কমিশনের। যে কোনও মূল্যে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর শেষ করতে হবে বিজেপিকে তুষ্ট করার জন্য। তবে সব হিসেব রাখছে বাংলার মানুষ, একটা মৃত্যুও বৃথা যাবে না। বাংলার মানুষ জবাব দেবে ভোটবাক্সেই।

শুনানি কবে শেষ হবে?

(প্রথম পাতার পর)

ডেপুটেশন তুলে দেয়। সিইও-সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য সাংসদ পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন, আমরা দু-তিন দিন অপেক্ষা করব। নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিনা দেখব। লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি নিয়ে কোনও সদুত্তর না পেলে বাংলার মানুষের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে পদক্ষেপ নেব।

তৃণমূলের দাবি, লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য-তালিকা কারও কাছে নেই। বিপুল সংখ্যক মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। একেকটা বিধানসভায় যদি ৪০ হাজার মানুষকে শুনানিতে ডাকা হয়, তাহলে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হিয়ারিং শেষ করা সম্ভব? কমিশনের কাছে লোক আছে ২০ জন। একেকজন ১০০ জনের শুনানি করলেও দিনে ২ হাজার! বাদবাকি কী হবে? কমিশন আগে বলেছিল, যাদের ছোটখাটো ভুলত্রুটি আছে, তাঁদের আসতে হবে না। এখন দেখা যাচ্ছে, সবাইকেই ডাকা হচ্ছে! এর শেষ কোথায়? ডেপুটেশনে তৃণমূলের আরও বক্তব্য, যাঁরা দীর্ঘদিন বাংলায় থাকেন অথচ কোনও কাগজপত্র নেই, তাঁরাও যাতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন— তা নিয়ে কমিশন কী ভেবেছে জানতে চেয়েছে প্রতিনিধি দল। শুধুমাত্র ঠিকঠাক কাগজ না থাকায় যাতে দীর্ঘদিনের বৈধ ভোটাররা বাদ না পড়েন, তার জন্য কমিশনেরই তদারকিতে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার নৈহাটিতে সার-শুনানিতে গিয়ে মৃত অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী রত্না চক্রবর্তীর নাম, ছবি-সহ প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে এদিন সন্ধ্যায় সিইও দফতরে হাজির হয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সাংসদ পার্থ ভৌমিক ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের চার মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শিউলি সাহা ও পুলক রায়। সিইও-র হাতে ডেপুটেশন তুলে দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ পার্থ ভৌমিক জানান, আমরা বলেছিলাম অসুস্থ কিংবা বয়স্কদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি হোক। কমিশন অর্ডার দিয়েছে, কিন্তু বিএলও স্তরে সেই নির্দেশ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। যার ফলে মৃত্যু বাড়ছে। ওঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, বিএলওদের পুনরায় নির্দেশ দেওয়া হবে। পাশাপাশি, রেডিও-টিভিতেও প্রচার করা হবে। পাশাপাশি, পরিযায়ী শ্রমিক কিংবা পড়ুয়াদের ভার্চুয়াল শুনানির দাবিতেও মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন সিইও। জানিয়েছেন, বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে!

আবার জিতবে চা-শ্রমিকেরা, আবার জিতবে বাংলা, বাগানে শুরু কর্মসূচি

প্রতিবেদন: আবার জিতবে চা শ্রমিকেরা, আবার জিতবে বাংলা। এই বার্তা নিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে এবং কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে চা-বাগানে শুরু হল বিশেষ কর্মসূচি। বুধবার থেকে এই কর্মসূচি শুরু হল শিলিগুড়ির তরাই অঞ্চলের চা-বাগানগুলিতে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে এই কর্মসূচি ডুয়ার্স-সহ চা-বলয়ে শুরু হবে। চা-শ্রমিকরা কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে বার্তাবহ ওই লিফলেট প্রতিটি এলাকায় সাঁটিয়ে দেন। নেতৃত্ব দেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে হাসছে চা-বাগান। প্রতিটি কোনায় পৌঁছে গিয়েছে উন্নয়ন। পাকা রাস্তা হয়েছে, তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। শ্রমিক সন্তানদের জন্য চালু হয়েছে ক্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও চা-

চা-শ্রমিকদের নিয়ে কর্মসূচির নেতৃত্বে নির্জল দে।

শ্রমিকদের কথা দিয়েছেন বৃদ্ধি হবে চা-শ্রমিকদের মজুরি। ২৫০ টাকা থেকে হবে ৩০০ টাকা। এই আশ্বাস পেয়ে খুশি চা-শ্রমিকেরা। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা-বাগানের মাঠে শনিবার এক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় ছিলেন চা-শ্রমিকরা। এই অভিনব সভায় চা-শ্রমিকদের মজুরি, পাট্টা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর), কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উঠে আসে।

গুলিকাণ্ডে ধৃত রক্ষী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিধান নগর শাখায় নিরাপত্তা রক্ষীর বন্দুক থেকে গুলিতে আহত শিশু-সহ পাঁচজন। এই ঘটনায় গ্রেফতার নিরাপত্তারক্ষী। ধৃতের নাম মানিক রায়। মঙ্গলবার ব্যাংকের গ্রাহকরা ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলেছিলেন এবং টাকা জমা করছিলেন। ঠিক সেই সময় আচমকাই নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক মাটিতে পড়ে যায় এবং গুলি চলে। এই ঘটনায় ব্যাংকে থাকা শিশু-সহ ৫ জন গুলিতে জখম হয়। এরপরেই বিকট শব্দ ও চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় বিধান নগর থানা। খবর পেয়ে তরিঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ।

জয়ের পথে জনজোয়ার

(প্রথম পাতার পর)

যত ক্ষমতা আছে প্রয়োগ করো। বাংলার মানুষ আমাদের সাথে আছে। হবে লড়াই। এই বিধানসভা বালুরঘাট লোকসভার মধ্যে। যার সাংসদ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। হাফ মন্ত্রী। আমাদের টাকা আটকে রেখেছে। টাকা ওদের সম্পত্তি নাকি! এদের বুথ থেকে উৎখাত করতে হবে। হিসাব দিলে তারপর ভোট চাইতে বলবেন। আমরা হিসাব দিলে ওরাও দেবে। ২৫০ আসন নিয়ে জিতব। ইটাহার যেন সবথেকে বেশি লিড পায়।

আউট্রাম ঘাটে আজ মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

সেই মেলার উদ্দেশে সাধু-সন্ত ও তীর্থযাত্রীরা যাত্রা শুরু করবেন কলকাতা থেকে। সেই যাত্রার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন গঙ্গাসাগর যাত্রার সূচনা অনুষ্ঠান থেকে তিনি পরিষেবা ছাড়াও কার কী দায়িত্ব তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। উল্লেখ্য, গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রী ও কর্তব্যরত কর্মীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার জীবনবিমার সুবিধা প্রদান করছে রাজ্য সরকার।

কটাক্ষে বিঁধলেন অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

মহারাষ্ট্রে সাত মাস জেল-খাটা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক অসিত সরকারের বাড়ি যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দুই পরিযায়ী শ্রমিক অসিত সরকার ও গৌতম বর্মনকে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। অসিত এবং গৌমতকে তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা সাংবাদিকদের সামনে বলার সুযোগ দেন অভিষেক। এরপরই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। বলেন, এরা শুধু ভাষণবাজি করে। এদের কোনও দায়িত্ব নেই। এঁরা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে মহারাষ্ট্রে কাজ করছে। এঁরা সমস্যার মুখে পড়েছিল। এদের পরিবার সুকান্ত মজুমদারকে ধরেছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন, জেল হয়েছে, মেয়াদ শেষ হলে ছেড়ে দেবে। তাহলে কি বিজেপির কোনও দায়বদ্ধতা নেই! এখানকার সাংসদ বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মহারাষ্ট্রেও বিজেপির সরকার। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ বা তাঁর কোনও রাজ্য সভাপতিকে সাহায্য করতে বলেনি বালুরঘাটের সাংসদ। এঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আইনি লড়াই করে ফিরিয়ে আনি। একবার ফোন করেও খবর নেয়নি।

এদিন অভিষেকের সঙ্গে দেখা করেন মহারাষ্ট্রে হেনস্থার শিকার বিজেপির প্রাক্তন বুথ সভাপতি গৌতম বর্মন। গৌতমের অভিযোগ, মহারাষ্ট্রে আটক হওয়ার পরে আমরা ফোন করেছিলাম। কিন্তু বিজেপির কেউ ফোন ধরেননি। সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও কোনওরকম সাহায্য করেননি। এর প্রতিবাদে এদিন সুকান্তকে কটাক্ষ করে 'স্টপেজ মিনিস্টার', 'ফ্যাশান শো মিনিস্টার' বলে কটাক্ষ করে গর্জে উঠে অভিষেক বলেন, 'সমস্যার কথা শুনলে আমি তাদের পাশে দাঁড়াব না? এখানে তৃণমূল, বিজেপি কীসের। রাজনীতি করা মানে তো মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যাঁরা আপনাকে জিতিয়েছে তাঁদের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব, কর্তব্য নেই?' এরপরই সোনালি বিবির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সোনালি খাতুনের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর অপরাধ শুধু বাংলায় কথা বলা। সোনালি খাতুন আমাকে যে বর্ণনা দিয়েছে তা শিউরে ওঠার মতো। দিল্লি পুলিশ পাঠাচ্ছে বিএসএফের কাছে। তারা মেরেছে। কেউ সাহায্য করেনি। তাকে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে মুক্তি দিতে হয়েছে। একইভাবে মুর্শিদাবাদের ছেলে জুয়েল রানাকে ওড়িশায় পিটিয়ে মারা হয়েছে। ছয় থেকে আট মাসে প্রায় ১২০০ অভিযোগ এসেছে। মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এরপর অভিষেক দেখা করেন ওসমানের পরিবারের সঙ্গেও। যাঁর এসআইআর আতঙ্কে যিনি নিজের জীবন নিয়েছেন।

ফের চা-বাগান থেকে উদ্ধার চিতাবাঘের দেহ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ডুয়ার্সের নাগেশ্বরী চা-বাগান থেকে ফের উদ্ধার হলো চিতাবাঘ। তবে এদিন চিতাবাঘটিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য গতকাল একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করা হয়। এদিন সকালে নাগেশ্বরী চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনের একটি নালার মধ্যে ওই চিতাবাঘটিকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকার বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষের ভিড় হয়

এলাকায়। এরপর খবর দেওয়া হয় বনদফতরের খুঁনিয়া স্কোয়াডে। সেখান থেকে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহত চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য লাটাগুড়ি প্রকৃতি বিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এদিকে, মঙ্গলবার নাগেশ্বরী চা বাগানের ২০ নম্বর সেকশন থেকে যে চিতা বাঘের দেহ উদ্ধার করা হয় সেটির লড়াইয়ের কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে ময়নাতদন্তের পর বনদপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাম্প্রদায়িক বিতর্ক এড়াতে জম্মুর শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এক্সলেন্সের স্বীকৃতি বাতিল করে দিল ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কাউন্সিল। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে এই কলেজে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হওয়া ৫০ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ এখন গভীর অনিশ্চয়তায়

জনস্বাস্থ্যে চরম ব্যর্থতা বিজেপির

মধ্যপ্রদেশে পানীয় জলের এক তৃতীয়াংশই বিপজ্জনক

প্রতিবেদন: বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতা কতটা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা প্রমাণিত হল গেরুয়া মধ্যপ্রদেশেই। এই রাজ্যে পানীয় জলের তিন ভাগের এক ভাগই পানের অযোগ্য। গভীর উদ্বেগজনক এই বিষয়টি উঠে এসেছে কেন্দ্রের মোদি সরকারের রিপোর্টেই। কেন্দ্রের জলজীবন মিশন প্রকল্পের সম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকায় মোট পানীয় জলের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি জল মানুষের ব্যবহারের পক্ষে বিপদজনক। অথচ রোজ ওই জলই পান করছেন এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ। রিপোর্ট বলছে ওই রাজ্যের জলের নমুনা ৩৬.৭ শতাংশই পানের অযোগ্য। প্রচুর পরিমাণে ব্যাক্টেরিয়া এবং রাসায়নিক এই দূষণের কারণ। প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের বিজেপি সরকার তাহলে করছেটা কী?

উদ্বেগ কেন্দ্রের রিপোর্টে

সম্প্রতি বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশে জলে বিষক্রিয়ার কারণে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর কারণ জলে বিষক্রিয়া। এই তথ্য খাস কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে উঠে এসেছে। অথচ ভোটের আগে রাজ্যবাসী পরিস্রুত জল সরবারাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। আজ তা বাস্তবের মাটিতে দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে ইন্দোরের মতো বড় শহরে পানীয় জলে ব্যাকটেরিয়া ও রাসায়নিক মিশে রয়েছে তা কেন্দ্রীয় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে রাজ্যের শাসক দল বিজেপির কোনওরকম হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। মধ্যপ্রদেশে সরকারি হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে মাত্র ১২ শতাংশ জল পানের যোগ্য। যেখানে জাতীয় গড় ৮৩.১ শতাংশ। অর্থাৎ ৮৮ শতাংশ সরকারি হাসপাতালের পানীয় জল বিষাক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী বিষাক্ত পদার্থ ও ব্যাকটেরিয়া মিশ্রিত পানীয় জল অস্তিত্ব মিলেছে স্কুল গুলিতেও। রিপোর্টে ইন্দোর জেলায় ১০০ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের অস্তিত্বের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মাত্র ৩৩ শতাংশ পতিবার পরিস্রুত জল পায়। বাকি পরিবার বিষাক্ত জল পান করে অসুস্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে ইন্দোরের পানীয় জলে বিষক্রিয়ার কারণে মৃত্যুর ঘটনা গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল শতাধিক মানুষকে। শুধুমাত্র ইন্দোর নয় ভাগীরথী পুরসভার পানীয় জলের একই বেহাল অবস্থা।

আজব ফতোয়া বিজেপির বিহারে পথকুকুর গুনতে হবে শিক্ষকদের!

পাটনা : বিতর্কটা এই প্রথম নয়। দিনকয়েক আগেই এমন ফতোয়া জারি হয়েছিল দিল্লি এবং লাগোয়া অঞ্চলে। উঠেছিল তীব্র সমালোচনার ঝড়। আবার বিহারে সেই একই অদ্ভুত নির্দেশ জারি হল। শিক্ষকদের দিয়ে এবার পথকুকুর গণনা করাবে বিহার সরকার। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি কখনও শিক্ষকদের কাজ হতে পারে? তাহলে কি এবার ক্লাসরুমে পড়াতে যাবেন পুরকর্মীরা? এসআইআরের কাজের প্রবল চাপের মধ্যে এই কাজ সম্ভব কীভাবে? এবার এই প্রশ্নই উঠছে বিহার সরকারের জারি করা নয়া ফতোয়া ঘিরে। বিজেপি শাসিত বিহারে শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা নতুন নয়। এর মধ্যেই এবার শিক্ষকদের উপর আরও এক অদ্ভুত দায়িত্ব চাপানো হল। রোহতাস জেলার সাসারাম পুরসভা সম্প্রতি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, পুর এলাকার প্রতিটি স্কুল থেকে একজন শিক্ষককে নোডাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করে পথকুকুরের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। স্কুল চত্বর ও আশপাশের এলাকায় থাকা পথকুকুরদের সংখ্যা, অবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে নির্দিষ্ট দফতরে জমা দিতে হবে।

প্রতিরোধ জরুরি

নয়াদিল্লি: পথকুকুর কখন কামড়াবে বা আদৌ কামড়াবে কি না, তা মানুষের পক্ষে আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। ফলে প্রতিরোধই জরুরি — এবার এমনই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার পথকুকুর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায়, কামড়ানোর পাশাপাশি পথকুকুরের জন্য দুর্ঘটনাও ঘটে। তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়াই শ্রেয়।

প্রকাশ্যে হেয় করছেন ট্রাম্প, মুখ বুজে মানছেন "বিশ্বগুরু" মোদি!

খোঁচা বিরোধীদের, নীরব বিজেপি

নয়াদিল্লি : ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এবার কি রীতিমতো মশকরা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প? প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান সদস্যদের এক সম্মেলনে বেশ শ্লেষাত্মক সুরে ট্রাম্প দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, স্যর, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি? আমি বললাম, হ্যাঁ। এখানেই শেষ নয়, নতুন বোমাও ফাটিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট- বাণিজ্য চুক্তি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নিয়ে চুক্তি করতে স্যার বলে রীতিমতো কাকুতিমিনতি করেছেন মোদি। মানে মোদিকে কার্যত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন ট্রাম্প।

অদ্ভুত ব্যাপার, মোদিকে বিশ্বগুরু হিসেবে তুলে ধরে যে বিজেপি প্রচারের ঢাক বাজায়, এ ব্যাপারে কিন্তু টুঁ শব্দটিও করেনি তারা। ট্রাম্পের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা। প্রতিক্রিয়া নেই মোদি সরকারেরও। মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত কথাবার্তা এভাবে জনসমক্ষে ফাঁস করা আসলে যে মস্করারই নামান্তর এবং প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাহানি, তা কি অজানা তাঁর দল বিজেপির?

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই ঘটনায় কিন্তু তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ভারতের উপর শুল্ক আরোপ এবং রুশ তেল আমদানি প্রসঙ্গ টেনে এনে ট্রাম্পের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি মোদি সরকারকেও একহাত নিয়েছেন তিনি। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের আবহে সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুদৃঢ় নেতৃত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ফারাক বুঝুন স্যরজি। পুরনো একটি ভিডিও শেয়ার করে রাহুল দাবি করেছেন, ভারত-পাক সংঘাতের সময় ট্রাম্পের একটি ফোনকলের পরে প্রধানমন্ত্রী মোদি কার্যত আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা ভারতকে চাপ দিতে সপ্তম নৌবহর পাঠালেও অনড় ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। রাহুলের মন্তব্য, এটাই পার্থক্য, একদিকে আপসহীন নেতৃত্ব, অন্যদিকে বিদেশি চাপে নতিস্বীকার। অর্থাৎ, বিরোধী দলনেতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ট্যাকল করা বা সামলানোর যোগ্যতাই নেই মোদির! মোদিকে একহাত নিয়েছেন, জয়রাম রমেশও।

মোদিকে নিয়ে মশকরার প্রবণতা শুধুমাত্র একটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ভারত নাকি দীর্ঘ ৫ বছর অ্যাপাচি হেলিকপ্টার সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করছে। মোদি তাঁকে এ-ব্যাপারে অনুরোধও জানিয়েছেন। কিছুটা যেন দয়া আর তাচ্ছিল্যের সুরে ট্রাম্প বলেছেন, আমরা এটা বদলাচ্ছি। ৬৮টি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার অর্ডার দিয়েছে ভারত। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কঠিন মূল্য যে চোকাতে হচ্ছে ভারতকে, সেকথা মনে করিয়ে দিয়েও রীতিমতো আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন ট্রাম্প এবং এই জাহির করার মধ্যে দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অপদস্থ করার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত ব্যাপার, এরপরেও নীরব বিজেপি এবং তার নেতারা।

মহারাষ্ট্রের পুরসভায় কং-বিজেপি জোট চরম বিশ্বাসঘাতকতা, বলল শিন্ডেসেনা

মুম্বই: ক্ষমতার লোভ কোথায় নিয়ে যেতে পারে বিজেপিকে। রাজনৈতিক শত্রুতা ভুলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধল নরেন্দ্র মোদির দল। মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে গেলেন এনডিএরই শরিক শিন্ডের শিবসেনা প্রার্থী। বিজেপির এই আচরণকে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মন্তব্য করল তাদেরই দোসর শিন্ডের শিবসেনা। রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন ফেলে দেওয়া এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথ পুরসভায়। এই ঘটনায় রীতিমতো বিদ্রোহ দেখা গিয়েছে বিজেপির অন্দরেও। মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশও। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে পারে না। বিজেপির স্থানীয় নেতার যা করেছেন তা শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল। এনডিএ শরিক শিবসেনা বিধায়ক বালাজি কিনিকার বিজেপি-কংগ্রেস জোটকে অশুভ জোট বলে মন্তব্য করেছেন। বলেছেন এটা আসলে শিবসেনার পেছনে ছুরি বসানো।

বন্ধ বাংলাদেশে পর্যটক ভিসা

মুম্বই: বাংলাদেশে ক্রমাগত অশান্তির জেরে এবার ভারতীয়দের ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিল ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। বুধবার থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে ভারতের বিদেশ দফতর সূত্রের খবর। দিল্লির বাংলাদেশ দূতাবাস ও আগরতলার উপদূতাবাস থেকে আগেই বন্ধ হয়েছিল পর্যটক ভিসা দেওয়া। এবার কলকাতাতেও বন্ধ হল।

হাতির তাণ্ডবে ৫ দিনে হত ১৯, বিনিদ্ররাত চাইবাসায়

রাঁচি: হাতির তাণ্ডবে দিশাহারা জনজীবন। ঝাড়খণ্ডের চাইবাসায় শুরু হয়েছে হাতির লাগামহীন তাণ্ডব। গত পাঁচ দিন ধরে এক দাঁতালের হামলায় প্রাণ গিয়েছে কমপক্ষে ১৯ জনের। আতঙ্কে সেখানকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ের যে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছেন বাসিন্দারা। ঘুম উবে গেছে সাধারণ মানুষের। রাতের পর রাত জেগে কাটাচ্ছেন অনেকেই।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, বনদফতরের কাছে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। টন্টো, মুফাসিল, গোয়েলকেরা-সহ একাধিক জায়গায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি দাঁতাল। মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম সিংভূম (চাইবাসা) জেলার নোয়ামুন্ডি ব্লকের বাবারিয়া গ্রামে হাতির হামলায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে চারজন একই পরিবারের সদস্য।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেও হাতি তাড়ানোর কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না বন দফতর, এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বদলে সে রাজ্যের বন দফতর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া কথা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের কোলহান বন বিভাগ এলাকায় হাতিটিকে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। এখনও যদি কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

যোগীরাজ্যে কিশোরীকে ধর্ষণ করল পুলিশকর্মী!

কানপুর: হ্যাঁ, এতটাই নিচে নেমেছে যোগীরাজ্যের পুলিশ। ১৪ বছরের এক কিশোরীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করল এক পুলিশকর্ম এবং তার বন্ধু। ২ ঘণ্টা ধরে মেয়েটির উপর যৌননির্যাতন চালানোর পর তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল তার বাড়িরই সামনে। তারপরেই চম্পট দিল। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের সাচেন্দি এলাকায়। নির্যাতিতা পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে বলেছে, মঙ্গলবার ১০ নাগাদ যখন সে সবে মাত্র বাড়ির বাইরে পা দিয়েছে ঠিক তখনই একজন পুলিশকর্মী-সহ দু'জন তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় একটি পরিত্যক্ত রেললাইনের ধারে। তার পরে গণধর্ষণ করে। নির্যাতিতার ভাই জানিয়েছে, মাঝরাতে পুলিশকে ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। অভিযুক্ত যেহেতু পুলিশকর্মী তাই প্রথমে অভিযোগও নিতে চায়নি থানা।

দেশ বিদেশ

8 January, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করবে আমেরিকা। তবে কীভাবে তা করা যায়, তা নিয়ে মরিয়া আলোচনা চালাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করতে বিকল্প পথ নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে বলে এবার জানিয়ে দিল হোয়াইট হাউস

মাদুরোকে নিয়ে ট্রাম্পের মাদক-দাবি খারিজ করা হয়েছে মার্কিন রিপোর্টেই!

ভেনেজুয়েলা থেকে তেল লুটের কৌশল ঘোষণা আমেরিকার

ওয়াশিংটন: মাদুরোর বিরুদ্ধে আমেরিকায় মাদক পাচারের যে অভিযোগ তুলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সত্যতা মেলেনি খোদ আমেরিকার রিপোর্টেই। কারাকাসে আক্রমণ চালিয়ে ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে অপহরণ ও বন্দি করার যুক্তি হিসাবে বিপুল মাদক পাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন ট্রাম্প। অথচ মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে খোদ সরকারি রিপোর্টই। আমেরিকায় মাদক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষার ২০২৪ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ভেনেজুয়েলা নয়, বরং মেক্সিকো ও কলম্বিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মাদক ঢোকে আমেরিকায়। মার্কিন সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, অবৈধ মাদক সেবনকারীর সংখ্যার বিচারে বাকি সব দেশের চেয়ে এগিয়ে আমেরিকা। তবে এক্ষেত্রে ভেনেজুয়েলা আদৌ আমেরিকায় পাচার হওয়া অবৈধ মাদকের উৎস নয়। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশ থেকে কিছু পরিমাণ কোকেন যায় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে। তাহলে কেন মাদক-অজুহাতকে খাড়া করে

ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে টার্গেট করলেন ট্রাম্প? কূটনীতিকদের মতে, ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলভাণ্ডার কবজা করাই ট্রাম্পের মূল উদ্দেশ্য। এই কৌশল বাস্তবায়িত করতে মাদক-অজুহাত খাড়া করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ভেনেজুয়ালার তেলের ভাণ্ডার দখল করাই যে মূল লক্ষ্য ছিল, এবার তা সাফ জানিয়েও দিয়েছে হোয়াইট হাউস। তেল তুলবে ভেনেজুয়েলা আর তা বাজারে বিক্রি করবে আমেরিকা, ঘোষণা হোয়াইট হাউসের। আমেরিকার মূল উদ্দেশ্য আগেই বুঝেছিল রাশিয়া। নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করার পরই ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছিলেন ভেনেজুয়েলা থেকে এশিয়াগামী যে তেলের জাহাজগুলি আটকে রয়েছে, সেগুলি দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হোক। কান দেননি ট্রাম্প। এবার সেই জাহাজগুলি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা। হোয়াইট হাউসের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করা হয়েছে, ভেনেজুয়েলা যে খনিজ তেল তুলবে তার থেকে ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল প্রতিদিন আমেরিকাকে দেবে। মার্কিন জাহাজ সোজা সেই তেল আমেরিকার বন্দরে এসে তৈল শোধনাগারের জন্য আনলোড করবে। মার্কিন তেল বাণিজ্য সংস্থাগুলি তেল নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ ভেনেজুয়েলা থেকে যে তেল উঠবে তা বিক্রি করে মুনাফা লুটবে আমেরিকা। এদিকে ভেনেজুয়েলার পর গ্রিনল্যান্ড দখলের বার্তা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি তাঁর নজরে পশ্চিম এশিয়ার ইরানও রয়েছে। যদি তা হয়, তাহলে ভেনেজুয়েলার চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে আশঙ্কা করেছেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাক্স।

ট্রাম্প কি মোদিকেও অপহরণ করবেন? মন্তব্য কংগ্রেস নেতার

মুম্বই: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে মার্কিন ডেল্টা বাহিনীর অপহরণ ও বন্দি করার ঘটনা নিয়ে মোদি সরকারের অবস্থানের নিন্দা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান। এই ইস্যুতে ভারত দুর্বল অবস্থান নিয়েছে বলে সমালোচনা করেছেন এই কংগ্রেস নেতা। মাদুরো ইস্যুতে তাঁর আশঙ্কা, আজ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যা হয়েছে, আগামীদিনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও তেমনটা করতে পারেন।

তবে এই মন্তব্যের জেরে বিতর্ক দানা বাঁধতেই চৌহান স্পষ্ট করেন যে, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোর পতন নিয়ে সতর্ক করা। তাঁর মতে, রাষ্ট্রসংঘের দুর্বল ভূমিকার জন্যই একটি স্বাধীন দেশে আমেরিকা আক্রমণ চালিয়ে প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করার সাহস পেয়েছে!

মনমোহন সিং সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত উদ্বেগের। কোনও নির্বাচিত রাষ্ট্রনেতাকে অন্য দেশ থেকে অপহরণ করার অধিকার আমেরিকার নেই। তাঁর মতে, ভেনেজুয়েলায় যা ঘটেছে তা রাষ্ট্রসংঘের সনদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কোনও দেশের নীতি পছন্দ না হলে সেই দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনও অবস্থায় সমর্থনযোগ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চৌহান ভারত সরকারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, রাশিয়া ও চিন ইতিমধ্যেই আমেরিকার এই কাজের সমালোচনা করেছে। কিন্তু ভারত এখনও স্পষ্ট কোনো অবস্থান নেয়নি। এভাবে নীরব থেকে আমরা যদি কোনও একটি দেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করতে দিই, তবে আমরা অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কংগ্রেস নেতার দাবি, ইউক্রেন যুদ্ধ বা ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত কোনও স্পষ্ট অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। চৌহানের শ্লেষ, এখন আমরা আমেরিকার ভয়ে এতটাই ভীত যে তাদের এই অনৈতিক কাজের সমালোচনাও করতে পারছি না!

ভারতীয় পড়ুয়াদের হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন: উচ্চশিক্ষার জন্য ভবিষ্যতে আমেরিকায় যেতে চাওয়া বা ইতিমধ্যে আমেরিকায় আছেন এমন ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের হুঁশিয়ারি দিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে বুধবার এই বিষয়ে একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমেরিকার আইন ভাঙলে যে কোনও মুহূর্তে ছাত্র ভিসা হারাতে পারেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। এই নির্দেশিকা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আমেরিকার আইন ভাঙলে আপনার ছাত্র ভিসায় তার গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে। যদি আপনি কোনও কারণে গ্রেফতার হন বা কোনও আইন লঙ্ঘন করেন, আপনার ভিসা বাতিল হবে। আপনাকে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ভবিষ্যতে আপনি যাতে কোনও মার্কিন ভিসা না পান, সেই পথও খোলা থাকছে। তাই সবাই নিয়ম মেনে চলুন। আমেরিকা ভ্রমণ নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নেবেন না। নির্দেশিকার শেষে ছাত্রছাত্রীদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমেরিকার ভিসা একটি বিশেষ সুবিধা মাত্র। এটা কারও অধিকার নয়।

ভেনেজুয়েলা নিয়ে জয়শঙ্করের বিবৃতি

লুক্সেমবার্গ: ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে এবার মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বর্তমানে ছ'দিনের সফরে ইউরোপে রয়েছেন। মঙ্গলবার জয়শঙ্কর ছিলেন লুক্সেমবার্গে। সেখানে এক আলোচনাসভায় বক্তৃতার সময় দিল্লি-কারাকাস সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট করে দেন, বহু বছর ধরে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, আমরা ইতিমধ্যে একটি বিবৃতি দিয়েছি। আপনাদের সেটি দেখা উচিত। আমরা ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন আলোচনায় বসে। এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষের উপকার হয়। সেদেশের সাধারণ মানুষের সুরক্ষা অক্ষুণ্ণ থাকার বিষয়টিই আমাদের অগ্রাধিকার। জয়শঙ্কর আরও বলেন, ভেনেজুয়েলার সঙ্গে আমাদের বহু বছর ধরে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। পরিস্থিতি যে দিকেই যাক না কেন, আমরা চাই সেখানকার মানুষ ভাল থাকুক।

উচ্ছেদ ঘিরে রণক্ষেত্র দিল্লি

পুলিশের ওপর পাথরবৃষ্টি, পাল্টা কাঁদানে গ্যাস

নয়াদিল্লি: দিল্লির তুর্কম্যান গেট এলাকায় ফয়েজ-এ-ইলাহি মসজিদের আশেপাশে পুরনিগমের (এমসিডি) উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রাজধানী। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটা এই সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে এবং একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয়দের পাথরবৃষ্টি এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের ফলে এলাকায় চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাত ১টা নাগাদ, যখন প্রায় ৩০টি বুলডোজার নিয়ে ভারী নিরাপত্তার ঘেরাটোপে এমসিডি কর্মীরা ওই এলাকায় পৌঁছান। অভিযোগ, উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ব্যাপক পাথরবৃষ্টি শুরু করেন। এই সংঘর্ষে থানার এসএইচও-সহ মোট পাঁচজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর

তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশিস সুদ এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই উচ্ছেদ অভিযান সম্পূর্ণভাবে আদালতের নির্দেশ মেনেই করা হচ্ছিল। ডিসিপি (সেন্ট্রাল) নিধিন ভালসান জানিয়েছেন, পাথরবৃষ্টিতে জড়িত বাকিদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারা, যেমন সরকারি কাজে বাধা দান (২২১), সরকারি কর্মীকে আঘাত করা (১৩২, ১২১), দাঙ্গা (১৯১) এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্ট উচ্ছেদে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করার পর এমসিডির অভিযান ঘিরে এই সহিংস ঘটনা রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল।

বাংলাদেশে উন্মত্ত জনতার তাড়ায় জলে ঝাঁপ, মৃত সংখ্যালঘু

ঢাকা: বেলাগাম মব-ভায়োলেন্স চলছে বাংলাদেশে। নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে খুন করা হচ্ছে। ভারত বিরোধী জিগির তুলে সেদেশের সংখ্যালঘু মানুষের জীবন-জীবিকাকে বিপন্নতার মুখে ফেলে দিয়েছে ইউনুস সরকার। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় বাড়ছে অপরাধ। যে কোনও অজুহাত খাড়া করে খেপিয়ে তোলা হচ্ছে জনতাকে, তারপরে জনরোষের মুখে ফেলে দিয়ে চলছে হত্যাকাণ্ড। ফের এভাবেই বাংলাদেশে উন্মত্ত জনতার রোষের শিকার হলেন এক সংখ্যালঘু যুবক। এবার নওগাঁও জেলার মহাদেবপুরে চোর অপবাদ দিয়ে উন্মত্ত জনতা তাড়া করল মিঠুন সরকার নামে এক সংখ্যালঘু যুবককে। জনরোষ থেকে বাঁচতে ২৫ বছরের ওই যুবক ঝাঁপ দেন খালের জলে। তাতেই ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। রাজশাহি থেকে ডুবুরিদল এসে উদ্ধার করে মিঠুনের মৃতদেহ। মহাদেবপুরের হাটচক গৌরীবাজার এলাকার ঘটনা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগের কোনও প্রমাণই মেলেনি। এই নিয়ে গত কয়েকদিনে ভুয়ো অভিযোগ তুলে, লোক খেপিয়ে বাংলাদেশে একের পর এক হত্যা করা হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে। শুরু হয়েছিল ময়মনসিংহর দীপু দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দিয়ে। পিটিয়ে আধমরা করে গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তাঁকে। তারপরে একের পর এক ঢাকা রাজবাড়ি এলাকার অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট, শরিয়তপুরের ব্যবসায়ী খোকন দাস, যশোরের রাণাপ্রতাপ বৈরাগী, নরসিংদির ব্যবসায়ী শরৎমণি চক্রবর্তী মৌলবাদী হামলার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন গত ক'দিনে। কোনও কড়া বার্তা এবং পদক্ষেপ নেই অন্তর্বর্তী ইউনুস সরকারের। চরম আতঙ্কে রয়েছেন সেদেশের সংখ্যালঘুরা। গত ১৮ দিনে ৭ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মৃত্যু হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত হাওড়ার ডোমজুড়। ছবির মতো সুন্দর জায়গা। এখানে আছে বেশকিছু পিকনিক স্পট। শীতের মরশুমে সদলবলে চড়ুইভাতি করা যায়

কাছে দূরে

জেজুরি মন্দির

ছত্রপতি শিবাজির রাজত্বকালে মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল রাজগড় দুর্গ। ঐতিহাসিক এই দুর্গ বর্তমানে ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয় পর্যটন স্থান। দুর্গে দেখার মতো বহু কিছু আছে। সময় নিয়ে ঘুরে দেখতে পারেন।

মুলশী বাঁধ পুনে থেকে খুব দূরে নয়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম। চারপাশে সবুজ পাহাড়। গাছে গাছে ফুটে থাকে নানা রঙের ফুল। ডালে ডালে উড়ে বেড়ায় পাখি। এটাও পিকনিক স্পট হিসেবে জনপ্রিয়। ছবি তোলার আদর্শ জায়গা। মুলা নদীর উপর নির্মিত বাঁধটি কৃষকদের জল সরবরাহ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

আওরঙ্গজেবের আমলে তৈরি কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে একটি জেজুরি। ৭৫০ মিটার উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত। খন্ডোবা-ভক্তদের জন্য একটি আদর্শ তীর্থস্থান। এই দেবতা নাকি ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। তাই সারা বছর বহু মানুষের সমাগম হয়। মন্দিরে পৌঁছনো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। প্রায় ৩৮০ ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে উপরে উঠতে হয়। নববিবাহিত দম্পতিদের প্রথমবার এই মন্দিরে পালন করতে হয় একটি বিশেষ রীতি। স্বামীকে অবশ্যই তাঁর স্ত্রীকে কমপক্ষে পাঁচটি সিঁড়ি বহন করতে হয়। অনেকেই তারও বেশি সংখ্যক ধাপ পেরোতে সক্ষম হন। সবমিলিয়ে এই ভ্রমণ হবে আনন্দদায়ক।

ঘুরে আসুন
মোরাচি চিঞ্চোলি

ময়ূরের গ্রাম

মহারাষ্ট্রের মোরাচি চিঞ্চোলি। যেমন সুন্দর নাম, তেমন সুন্দর গ্রাম। সবুজ এই গ্রামে প্রায় সারাক্ষণ উড়ে বেড়ায় ঝাঁকে-ঝাঁকে নীল ময়ূর। তাকালেই চোখের আরাম। শীতের মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

পুনে শহর থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মহারাষ্ট্রে শান্ত গ্রাম মোরাচি চিঞ্চোলি। অনেকেই বলেন, পিকক ভিলেজ। অর্থাৎ ময়ূরের গ্রাম। কার্তিকের বাহন এখানে এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে বেড়ায়। এক-আধটা নয়, ঝাঁকে-ঝাঁকে। ৩৫০ একরের গ্রামটিতে ঘরের চালে, গাছের ডালে উড়ে বেড়ায় শুধুই নীল ময়ূর। এককথায় ময়ূরের সঙ্গে নিত্যবাস গ্রামের মানুষদের। তাঁদের কথায়, প্রায় ২৫০০-এর বেশি ময়ূর-ময়ূরী উড়ে বেড়ায় এলাকায়।

জানা যায়, পেশোয়া রাজবংশের শাসনকালে এখানে হাজার-হাজার তেঁতুলগাছ বসানো হয়েছিল। ময়ূরদের আকৃষ্ট করার জন্য। ময়ূরদের কথা ভেবে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও তেঁতুলগাছগুলোর যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়। বাসিন্দারা ময়ূর-ময়ূরীদেরও বিশেষ যত্ন নেন। রাখেন খেয়াল। এর ফলে ময়ূর-ময়ূরীদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থান হয়ে উঠেছে গ্রামটি।

গ্রামের নামটাও রাখা হয়েছে ময়ূর আর তেঁতুল গাছ থেকেই। 'মোর' কথার অর্থ ময়ূর এবং মারাঠিতে চিঞ্চ শব্দের অর্থ তেঁতুল। দুই মিলিয়ে মোরাচি চিঞ্চোলি। গ্রামটি পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তবে শুধুমাত্র ময়ূর নয়, কৃষি পর্যটনও এই গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ।

শীতের মরশুম মোরাচি চিঞ্চোলি দর্শনের সেরা সময়। হুরডা নামে ফসল তোলা হয় শীতকালেই। হুরডা হল তাজা সবুজ জোয়ার। এই হুরডা দিয়ে তৈরি নানা টিফিন মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মোরাচি চিঞ্চোলি গ্রামে গেলে অবশ্যই স্বাদ নেবেন। এককথায় অতুলনীয়। গ্রামের বাসিন্দারাই পর্যটকদের ট্র্যাক্টরে চাপিয়ে ঘুরিয়ে দেখান রাস্তাঘাট, শস্যক্ষেত্র, ভোরের সূর্যোদয়। শান্ত শীতল জীবন তাঁদের। নেই কোনও প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা। আছে শুধু আনন্দ। অফুরান আনন্দ। মাটির গন্ধ গায়ে মেখে কয়েকটা দিন অন্যরকমভাবে কাটতে পারে।

শিবনেরি দুর্গ

আশেপাশে আছে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান। তার মধ্যে অন্যতম সিংহগড় দুর্গ। এক দিনের বেড়ানোর জন্য চমৎকার জায়গা। পুনে থেকে দূরত্ব মোটামুটি ১০০ কিলোমিটার। প্রায় ২০০০ বছরের পুরানো এই দুর্গটি বহু ইতিহাসের সাক্ষী। অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখেছে। বর্তমানে অন্যতম দর্শনীয় স্থান। আশেপাশে ফাঁকা জায়গায় শীতের দিনে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন।

শিবনেরি দুর্গ পুনে থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এটা মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজির জন্মস্থান। সাতটি প্রবেশপথ-সহ দুর্গটি দুর্ভেদ্য এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুরক্ষিত আছে শিবাজির স্মৃতিচিহ্ন। ঘুরে দেখা যায়।

মুলশী বাঁধ

কীভাবে যাবেন?

যাওয়া যায় রেলপথে। হাওড়া থেকে আছে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস। সাঁতরাগাছি থেকে হামসফর এক্সপ্রেস। ট্রেনের পাশাপাশি প্লেনেও পুনে যাওয়া যায়। পুনে থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে এই স্পটগুলো। গাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘুরতে পারেন।

কোথায় থাকবেন?

পুনে শহরে আছে অসংখ্য হোটেল, গেস্ট হাউস। সেখানে থাকা যায়। প্রয়োজনে আগে থেকেই বুকিং করে নেওয়া যায়। দেখে নিতে পারেন ওয়েবসাইট। কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের কাছাকাছিও থাকার জায়গা আছে। চাইলে থাকতেই পারেন মোরাচি চিঞ্চোলি গ্রামে। এখানে থাকার জন্য কিছু হোটেল এবং হোমস্টে রয়েছে। পাবেন বিশুদ্ধ প্রকৃতির ছোঁয়া।

১৪
৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

8 January, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারত ছেড়ে এবার কানাডার প্রতিনিধিত্ব করবেন এশিয়াডে পদকজয়ী শুটার অঙ্গদ বীর সিং বাজওয়া

ম্যান ইউয়ে হয়তো জোড়া ম্যানেজার

এগিয়ে ক্যারিক ও সোলকায়ের

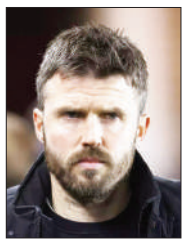

ম্যাঞ্চেস্টার, ৭ জানুয়ারি : মরশুমের বাকি ম্যাচের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এখন কেয়ারটেকার ম্যানেজার খুঁজছে। যে দু'জনের নাম প্রথম থেকে শোনা যাচ্ছিল সেই মাইকেল ক্যারিক ও ওলে গানার সোলকায়ের নামই এখনও পর্যন্ত সামনে রয়েছে। দু'জনেই আগে ম্যান ইউয়ের দায়িত্ব সামলেছেন। ক্লাব এবার মুখোমুখি তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে। এমনও হতে পারে দুজনে একসঙ্গেই কাজ করবেন।

১৪ মাসের টার্বুলেন্ট যাত্রাপথের পর রুবেন আমোরিমকে সরিয়ে দিয়েছে ম্যান ইউ। তিনি ক্লাবকে বিশেষ কোনও সাফল্য দিতে পারেননি। উল্টে শেষ প্রেস কনফারেন্সে কর্তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এরপর তাঁকে সরিয়ে দিতে সময় নেয়নি ম্যান ইউ। এই পরিস্থিতিতে মরশুম শেষ করাই এখন লক্ষ্য প্রিমিয়ার লিগে ছ'নম্বরে থাকা ম্যান ইউয়ের। সেক্ষেত্রে ক্যারি ও সোলকায়েরকে একসঙ্গে দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। ২০১৮-তে জোস মোরিনহো সরে যাওয়ার পর এই দুজন একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। এছাড়া ক্লাবের অনূর্ধ্ব ১৮ দলের কোচ ড্যারেন ফ্লেচারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। নজর রয়েছে ম্যানইউয়ের প্রাক্তন স্ট্রাইকার রড ভ্যান নিস্তেলরয়ের দিকেও।

এমনও শোনা যাচ্ছে পরের দুই ম্যাচে ফল সন্তোষজনক হলে বাকি মরশুমের জন্য ফ্লেচারকে দায়িত্বে রাখা হতে পারে। ঠিক যেভাবে মোরিনহোর চাকরি যাওয়ার পর প্রথমে সোলকায়েরকে কাজ চালাতে বলা হয়েছিল। পরে তিনি তিন বছর ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার সোলকায়েরকে ২০২১-এ বিদায় জানানোর পর ক্যারিক তিনটি ম্যাচের জন্য দায়িত্বে ছিলেন। পরে তিনি ক্লাব ছেড়ে দেন। গত জুনে মিডলসবোরো ক্যারিককে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকে আর কোনও কাজ ছিল না তাঁর। গত অগাস্টে তুরস্কের ক্লাব বেসিকটাস সরিয়ে দিয়েছিল সোলকায়েরকে। তারপর তিনিও বসে ছিলেন।

নেতা স্যান্টনার দলে লকি-হেনরি

ওয়েলিংটন, ৭ জানুয়ারি : মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। অধিনায়ক স্যান্টনার-সহ পাঁচজন চোটগ্রস্ত ক্রিকেটারকে দলে রাখা হয়েছে। তবে কিউয়ি ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বকাপের আগে সবাই ফিট হয়ে যাবে। চোটের তালিকায় স্যান্টনার ছাড়াও রয়েছেন ফিন অ্যালেন, মার্ক চ্যাপম্যান, দুই পেসার লকি ফার্গুসন এবং ম্যাট হেনরি। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তাঁরা রিহ্যাবের মধ্যে রয়েছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ফিট হয়ে যাবে। ফার্গুসন ও হেনরিকে পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের সময় বাবা হবেন দুই পেসার। সংক্ষিপ্ত ছুটি মঞ্জুর করেছে বোর্ড। প্রথমবার বিশ্বকাপ দলে জেকব ডাফি। ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস, অ্যাডাম মিলনে, ইশ সোধি, টিম সেইফার্টরাও দলে রয়েছেন।

জেতার মানসিকতা গড়ে দিয়েছে ডব্লুপিএল: হরমন

কোচ লিসা কিটলি ও মেন্টর ঝুলন গোস্বামীর সঙ্গে হরমনপ্রীত। বুধবার মুম্বইয়ে।

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ডব্লুপিএল। সাফ জানালেন হরমনপ্রীত কৌর। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ডব্লুপিএল। উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর।

বুধবার কোচ লিসা কিটলি ও মেন্টর ঝুলন গোস্বামীর সঙ্গে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হরমনপ্রীত। তিনি বলেন, আমি যে কোনও টুর্নামেন্টই জেতার জন্য খেলতে নামি। শুধু অংশগ্রহণের জন্য নয়। আর এই জেতার মানসিকতা গড়ে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে ডব্লুপিএল। আমার মধ্যে ইতিবাচক বদল এনেছে। যার প্রভাব পড়েছে ভারতের হয়ে খেলার সময়ও। অর্থাৎ সরাসরি না বললেও, গত বছর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রথমবার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্বও ডব্লুপিএলকে দিয়েছেন হরমনপ্রীত।

ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের অধিনায়ক হিসাবে দু'বার ডব্লুপিএল জিতেছেন হরমনপ্রীত। আইপিএলেও চেন্নাইয়ের সঙ্গে মুম্বই যুগ্মভাবে সফলতম দল। দু'টি ফ্র্যাঞ্চাইজিই পাঁচবার করে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হরমনপ্রীত বলছেন, মুম্বই অনেকবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফলে জয়ের একটা মানসিকতা তৈরিই ছিল। আমি আইপিএলের সময় মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের দেখেছি, চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সেই মানসিকতা আমাকেও বদলে দেয়। এমন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সদস্য এবং অধিনায়ক হতে পেরে গর্বিত। আইপিএলে সাফল্যের ঐতিহ্য ডব্লুপিএলেও বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব।

একাকিত্ব উপভোগ করি : মেসি

বুয়েনোস আইরেস, ৭ জানুয়ারি : লিওনেল মেসির ভারত সফরে যুবভারতী কাণ্ড নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। তার প্রায় এক মাস পর আর্জেন্টিনার টেলিভিশন চ্যানেল লুজু টিভিতে প্রথম সাক্ষাৎকার দিলেন মেসি। এই সাক্ষাৎকারে কোথাও ভারত সফর বা যুবভারতী কাণ্ডের প্রসঙ্গ ওঠেনি। কিন্তু মেসি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি একা থাকতে তিনি ভালবাসেন। হইচই একেবারেই পছন্দ করেন না।

বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বলেছেন, আমি মানুষটা একটু অদ্ভুত ধরনের। একা থাকতে পছন্দ করি। একাকিত্ব উপভোগ করি। এমনকী, বাড়িতে তিন সন্তানের হইচই মাঝে মাঝে আমাকে ক্লান্ত করে তোলে। তখন আমার একা থাকার প্রয়োজন হয়। মেসির সংযোজন, আমি খুব গোছানো থাকতে পছন্দ করি। আমার প্রত্যেকটি দিনে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি থাকে। মাঝপথে কোনও কারণে সেটা যদি সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়, তাহলে আমি সমস্যায় পড়ে যাই।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতীতে মেসিকে নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে, তড়িঘড়ি মাঠ ছেড়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। তারপর স্টেডিয়ামে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ে দেন। গ্রেফতার করা হয় মেসি সফরের আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। তিনি এখনও পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।

এই সাক্ষাৎকারে মেসি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, অবসরের পর কোচ হতে চাই না। বরং ক্লাবের মালিক হতে চাই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বন্ধু লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে উরুগুয়ের চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব এলএসএম দেপোর্তিভোর মালিক

আমি মানুষটা একটু অদ্ভুত ধরনের। একা থাকতে পছন্দ করি। একাকিত্ব উপভোগ করি। এমনকী, বাড়িতে তিন সন্তানের হইচই মাঝে মাঝে আমাকে ক্লান্ত করে তোলে।

মেসি। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁকে নিয়ে যেসব অসত্য খবর প্রকাশ হয়, তা তাঁকে দুঃখ দেয়। পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহারেও খুব একটা পটু নন।

মেসি জানিয়েছেন, ২০১৬ সালে কোপা আমেরিকার ফাইনালে চিলির কাছে টাইব্রেকারে হারের পর তাঁর মরে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল! টানা দ্বিতীয়বার কোপা আমেরিকা থেকে শূন্য হাতে ফেরার পর, ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা করেছিলেন মেসি। যদিও পরে সেই সিদ্ধান্ত বদল করেন।

শেষ আটে সালাহদের সামনে আইভরি কোস্ট

মারাকেশ, ৭ জানুয়ারি : আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট এবং খেতাবের অন্যতম দাবিদার আলজিরিয়া। বুরকিনা ফাসোকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে শেষ আটের ছাড়পত্র পেয়েছে আইভরি কোস্ট। অন্যদিকে, ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে আলজিরিয়া।

দিয়ালোর গোল উৎসব।

মারাকেশে আয়োজিত ম্যাচে আইভরি কোস্টের জয়ের নায়ক ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের উইঙ্গার আমাদ দিয়ালো। নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি, সতীর্থ ইয়ান দিওমান্দেকে দিয়ে একটি গোল করিয়েছেন তিনি। আইভরি কোস্টের আরেক গোলদাতা বাজুমানা তোরে। ম্যাচের পর দিয়ালো বলেছেন, আমরা একটা দল হিসাবে খেলেছি। প্রত্যেকে নিজেদের সেরাটা দিয়েছে বলেই এত সহজে জিতেছি। আমাদের দলে ব্যক্তিগত ফুটবলের কোনও স্থান নেই। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল করতে পারেনি আলজিরিয়া। ফলে ম্যাচ গড়িয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে। যদিও ১১৯ মিনিটে সুপার সাব আদিল বুলবিনার দুরন্ত গোলে শেষ আটের টিকিট পেয়ে যায় আলজিরিয়া। এদিকে, এদিনের পরেই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে সূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার প্রথম ম্যাচে মালি মুখোমুখি হবে সেনেগালের। দ্বিতীয় ম্যাচে ক্যামেরুনের প্রতিপক্ষ মরক্কো। এরপর শনিবার প্রথম ম্যাচে নাইজেরিয়া খেলবে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে আইভরি কোস্টের সামনে মহম্মদ সালাহর মিশর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাজবল ছেড়ে এবার সামনের দিকে তাকাতে হবে স্টোকসদের, মন্তব্য মাইকেল ভনের

মাঠে ময়দানে

8 January, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

অনিশ্চিত ওড়িশা, ধন্দ লিগের ফরম্যাট নিয়ে

প্রতিবেদন : আইএসএল আয়োজন নিয়ে জটিলতা কাটলেও লিগের ফরম্যাট নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ১৪ দলকে নিয়েই দেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরুর ঘোষণা করলেও ওড়িশা এফসি-কে ছাড়া এবারের সংক্ষিপ্ত আইএসএল অনুষ্ঠিত হলে অবাক হওয়ার থাকবে না। এফসি গোয়া এবং চেন্নাইয়িন এফসি কিছুটা সময় চাইলেও ফেডারেশনের দাবি, তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। অর্থাৎ ১৩ না ১৪ দলের আইএসএল, এই ধন্দেই আপাতত ফরম্যাট চূড়ান্ত হওয়া আটকে। তার আগে লিগের আয়োজক কমিটি বা গভর্নিং কাউন্সিল গড়তে হবে ফেডারেশনকে।

ক্লাব জোটের দাবি, গভর্নিং কাউন্সিল তৈরি না হলে লিগের ফরম্যাট নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু ফেডারেশনের ধীরে চলো নীতিতে খুশি নয় ক্লাবগুলি। কল্যাণ চৌবেদের অপেশাদার মনোভাবের জন্যই ভারতীয় ফুটবলে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত যে লিগ শুরুর একটা নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে, আইএসএলের পাশাপাশি একইসঙ্গে আই লিগও যে হবে, এটাই স্বস্তি দিচ্ছে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের। কিন্তু এবারের আপৎকালীন ছোট আইএসএল আয়োজন নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। সিঙ্গল লেগে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ৯১ ম্যাচের কথা বলা হলেও তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। তবে ক্লাবগুলি নিজের পছন্দের ভেনুতে খেলতে পারবে। যেখানে মাঠে দর্শক কম হয়, সেই শহরের ক্লাব চাইলে অন্যত্র হোম ম্যাচ খেলতে পারবে। আর্থিক সংকটে এবার বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়িন এফসি-র মতো ক্লাব পে-কাটের রাস্তায় হাঁটছে। এদিন বেঙ্গালুরু এফসি-র কর্ণধার পার্থ জিন্দাল ফুটবলারদের কাছে আবেদন করেছেন, বেতন কমিয়ে খেলার জন্য। সুনীল ছেত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

বাণিজ্যিক সঙ্গী বা মার্কেটিং পার্টনার এবং টিভি সম্প্রচার স্বত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছেই। আশার কথা, এফএসডিএল-কে নাকি রাজি করিয়ে ফেলেছে ক্লাবগুলি। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকও তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। ১০ জানুয়ারি এবারের লিগের ব্রডকাস্ট ও কমার্শিয়াল পার্টনারের জন্য টেন্ডার ডাকার কথা। ২৫ জানুয়ারি দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এফএসডিএলের টেন্ডারে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ক্লাব জোট।

ড্রয়েও শীর্ষে রয়্যাল সিটি

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগের শীর্ষে উঠল জেএইচআর রয়্যাল সিটি। বুধবার নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেও ৯ লিগ তালিকার এক নম্বরে উঠতে সমস্যা হয়নি রয়্যাল সিটির। ৯ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট আপাতত ১৮। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে দু'দলের সামনেই গোলের একাধিক সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কেউ কাজের কাজটি করতে পারেনি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। তাদের ঝুলিতে ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট পেলেও, গোল পার্থক্যে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। ৮ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে চারে নর্থ ২৪ পরগনা। অন্যদিকে, এদিনের ড্রয়ের পর ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে উঠে এল নর্থবেঙ্গল। ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্থানে যথাক্রমে বর্ধমান ও মেদিনীপুর। সবার নীচে রয়েছে কোপা টাইগার্স।

যুবভারতীর সংস্কার শুরু, স্বস্তি দুই প্রধানে

মহড়ায় কেভিন। ফুরফুরে মেজাজে অলড্রেড ও কামিন্স। বুধবার।

প্রতিবেদন : আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে এবারের আইএসএল। ফলে স্বস্তি ফিরেছে ক্লাব ম্যানেজমেন্ট এবং ফুটবলারদের মধ্যে। কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি শহরে লিগের ম্যাচ হবে না। ফলে কলকাতার তিন প্রধান নিজেদের শহরেই হোম ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। মহামেডান অবশ্য তাদের হোম ম্যাচ কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই খেলতে চায়। তবে বাকি দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নিজেদের হোম ম্যাচ যুবভারতীতেই খেলতে চায়। লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে দর্শকতাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত যুবভারতীর সংস্কারের কাজ পুলিশের অনুমতি নিয়ে শুরু হয়েছে। ভাঙাচোরা চেয়ার, জলের বোতল সরিয়ে স্টেডিয়াম পরিষ্কার করা হয়েছে। দ্রুতগতিতে সংস্কারের কাজ শেষ করতে উদ্যোগী সরকার।

ময়দানে মাঠের পরিচর্যায় অভিজ্ঞ কর্তাদের দাবি, মাসখানেকের মধ্যেই সংস্কারের কাজ শেষ হওয়া উচিত। ফলে আইএসএলের শুরু থেকে যুবভারতীতে ম্যাচ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকা উচিত নয়। যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে অবশ্য জোরকদমে অনুশীলন চলছে দুই প্রধানের। আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় ফুরফুরে মেজাজে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। নতুন স্প্যানিশ কোচ সের্জিও লোবেরার তত্ত্বাবধানে মোহনবাগানে মনবীর সিং, জেমি ম্যাকলারেনরা চুটিয়ে প্রস্তুতি সারছেন। বিয়ের পর অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কিয়ান নাসিরি। পারিবারিক সমস্যা মিটিয়ে যোগ দিয়েছেন আশিস রাইও। ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কেভিন সিবিল্লে। হামিদের পর হিরোশির সঙ্গেও বিচ্ছেদ হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের। নতুন একজন বিদেশি স্ট্রাইকার জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোয় নিতে পারে ক্লাব।

দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু-সাত্ত্বিকেরা

কুয়ালালামপুর, ৭ জানুয়ারি : জয় দিয়েই নতুন বছর শুরু করলেন পিভি সিন্ধু। বুধবার মালয়েশিয়া ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। সিন্ধুর মতো জয় পেয়েছেন ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাই রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠিও। প্রথম রাউন্ডে সিন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চিনা তাইপের সুং শু ইউন। ২১-১৩, ২২-২০ গেমে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান সিন্ধু। প্রথম গেম সহজে জিতলেও, দ্বিতীয় গেমে সিন্ধুকে কড়া পরীক্ষার মুখে ফেলেছিলেন সুং। ম্যাচ জিততে সিন্ধুর সময় লেগেছে ৫১ মিনিট। এদিকে, বছরের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছেন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটিও। পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে সাত্ত্বিকরা ২১-১৩, ২১-১৫ গেমে হারিয়েছেন চিনা তাইপের জুটি লি ঝে হুয়েই ও ইয়াং পো হসুয়ানকে। তবে মেয়েদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জোলি জুটি।

বাংলার আজ মরণ-বাঁচন ম্যাচ

প্রতিবেদন : বিজয় হাজারে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে হলে বাংলাকে আজ বড় ব্যবধানে জিততে হবে গ্রুপ শীর্ষে থাকা উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। রিঙ্কু সিংরা দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন। টানা ছ'টি ম্যাচ দাপটে জিতে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে। বাংলার সামনে মরণ-বাঁচন ম্যাচ। রাজকোটে সানোসারা গ্রাউন্ডে রিঙ্কুদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রশ্নপত্রের সামনে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। বাংলা ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে। সমান পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থানে বিদর্ভ। বাংলার থেকে নেট রান রেটে এগিয়ে তারা। বাংলাকে বড় জয়ে তাদের পিছনে ফেলতে হবে। না হলে বিদর্ভকে হারতে হবে অসমের কাছে। তৃতীয় স্থানে থাকা বরোদাও নক আউটের দৌড়ে। গ্রুপের প্রথম দুই দল শেষ আটে যাবে।

টানা তিন জয়ের পর আগের ম্যাচে মহম্মদ সিরাজদের হায়দরাবাদের কাছে ১০৭ রানে হেরেছে বাংলা। বৃহস্পতিবার মহম্মদ শামিদের কাছে কার্যত প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল। প্রথম এগারোয় একটি পরিবর্তন হতে পারে। সকালে টসের আগে পিচ দেখে সিদ্ধান্ত নেবে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। একান্তই দলে পরিবর্তন হলে মুকেশ কুমারের জায়গায় খেলতে পারেন স্পিনার অঙ্কিত মিশ্র। বঙ্গ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মনে করে, এই পিচে অঙ্কিতের বোলিং কার্যকর হতে পারে।

আইপিএলের আগেই বিয়ের পিঁড়িতে অর্জুন

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : বাগদান হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন শচীন তেন্ডুলকরের পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর। বাগদত্তা সানিয়া চন্দোকের সঙ্গে আইপিএলের আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ২৬ বছরের অর্জুন। স্বয়ং শচীন নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।

গত অগাস্টে ছোট্ট এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বান্ধবী সানিয়ার সঙ্গে বাগদান পর্ব সেরেছিলেন অর্জুন। সানিয়া আবার মুম্বইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং আইসক্রিম ব্যান্ড ব্রুকলিম ক্রিমারির মালিক এই ঘাই পরিবার। দুই পরিবার বাগদান পর্ব সেরেছিল একেবারে প্রচারের আলোর আড়ালে। এবার বিয়ের আয়োজন কতটা জাঁকজমকপূর্ণ হয়, সেটাই দেখার। তবে শচীনের ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, ছেলের বিয়ে ধুমধাম করেই দেবেন মাস্টার-ব্লাস্টার।

হবু স্ত্রী সানিয়ার সঙ্গে অর্জুন

ব্যক্তিগত জীবনে সুখের সময় হলেও, ২২ গজে কিন্তু অর্জুনের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স একেবারেই ভাল নয়। বিজয় হাজারে ট্রফিতে গোয়ার হয়ে ৪ ম্যাচ খেলে কোনও উইকেট পাননি শচীনপুত্র। ব্যাট হাতে করেছেন, ৮, ২৪, ১৯ এবং ১ রান। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ওপেন করতে নেমেও ব্যর্থ হন অর্জুন।

বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল ভারতের একটি ব্যাট প্রস্তুতকারক সংস্থা

আইসিসিকে ফের চিঠি, সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ

দুবাই, ৭ জানুয়ারি : আইসিসিকে পাঠানো চিঠির জবাব পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু সেই জবাব ও অতঃপর বিসিবি-র প্রতিক্রিয়া নিয়ে ক্রিকেটমহলে তীব্র কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। আইসিসি কি সত্যিই তাদের ভারতে খেলতে হবে বলে চরম বার্তা দিয়েছে? নাকি বিসিবি-র দাবিই ঠিক, তারা বিশ্বকাপ নিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধানে আসতে চাইছে। বার্তায় কোথাও আইসিসি বলেনি যে ভারতে খেলতেই হবে।

আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে সরিয়ে দেওয়ার পরই ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। তাদের বক্তব্য ছিল যদি একা মুস্তাফিজুরকেই ভারতে নিরাপত্তা দেওয়া না যায় তাহলে বাংলাদেশের গোটা দলকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে! টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্যায়ে বাংলাদেশ যে চারটি ম্যাচ খেলবে, তার মধ্যে তিনটি ম্যাচ তাদের খেলার কথা কলকাতায়, একটি ম্যাচ মুম্বইয়ে কিন্তু বিসিবি আইসিসিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল তারা ভারতে কোনও ম্যাচ খেলবে না। তাদের সব ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া হোক শ্রীলঙ্কায়।

এই আবহে আইসিসি ম্যাচ সরানোর দাবি উড়িয়ে বাংলাদেশকে ভারতেই খেলতে হবে বলে নাকি চরমপত্র দিয়েছে। যা অস্বীকার করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড । একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইট লিখেছিল, ভারতেই খেলতে হবে বলে বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। কিন্তু তারা দাবি করেছে, এটা অসত্য। বরং আইসিসি বিসিবির তুলে ধরা সমস্ত উদ্বেগের সমাধান করতে সচেষ্ট। তারা এগুলি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখতে চেয়েছে। তারা বিসিবিকে আশ্বস্ত করেছে যে, টুর্নামেন্টের বিস্তারিত নিরাপত্তা পরিকল্পনায় বিসিবির মতামতকে স্বাগত জানানো হবে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। বিসিবির পক্ষ থেকে চরম বার্তার খবরকে অসত্য বলা হয়েছে।

বিসিবি আরও জানিয়েছে তারা জাতীয় দলের নিরাপত্তা ও খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্নে তারা অটল টি ২০ বিশ্বকাপে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা আইসিসি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে যাতে সন্তোষজনক ও বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। কিন্তু অনেকে মনে করছেন বিসিবি আইসিসির চাপের মুখে নরম হয়েছে। আইসিসি নাকি তাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, টি ২০ বিশ্বকাপে না খেললে তাদের পয়েন্ট কাটা যাবে। এখন তাই মুখরক্ষার পথ খুঁজতে হচ্ছে। তাছাড়া এভাবে ম্যাচ সরালে লজিস্টিক সমস্যা টুর্নামেন্টের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। হোটেল, বিমানের টিকিট, ব্রডকাস্টারদের সমস্যা তো আছেই, টুর্নামেন্টের সূচিই এলোমেলো হয়ে যাবে।

সরলেন সঞ্চালিকা, বিতর্কও

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সঞ্চালিকা ছিলেন ভারতের ঋধিমা পাঠক। গত সোমবার থেকে তাঁকে আর সঞ্চালনা করতে দেখা যাচ্ছে না। খবর হয়েছিল, মুস্তাফিজুর বিতর্কের জেরে ঋধিমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও বুধবার ঋধিমা জানিয়েছেন, তিনি নিজেই বিপিএল থেকে সরে গিয়েছেন। ভারতীয় সঞ্চালিকা জানিয়েছেন, আমাকে বিপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এমন একটা জল্পনা ছড়িয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক নয়। আমি নিজেই সরে গিয়েছে। এটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমার কাছে দেশ সব সময় সবার আগে। যে কোনও ব্যক্তিগত দায়িত্বের থেকেও ক্রিকেট অনেক বেশি দামি। বছরের পর বছর সততার সঙ্গে ক্রিকেটের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি সততা, স্বচ্ছতা এবং ক্রিকেটের পাশেই থাকব। এতে কোনও পরিবর্তন হবে না।

বেথেলের সেঞ্চুরিতেও দল চাপেই

সিডনি, ৭ জানুয়ারি : জেকব বেথেলের অপরাজিত সেঞ্চুরি সত্ত্বেও সিডনি টেস্টে চাপ বাড়ছে ইংল্যান্ডের। টেস্টের চতুর্থ দিনের শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০২ রান তুলেছেন বেন স্টোকসরা। ফলে মাত্র ১১৯ রানের লিড নিয়েছে ইংল্যান্ড। এর আগে গতকালের ৭ উইকেটে ৫১৭ রান হাতে নিয়ে বুধবার খেলতে নামা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ৫৬৭ রানে।

আগের দিন সেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকা স্টিভ স্মিথ এদিন খুব বেশিদূর এগোতে পারেননি। ১৩৮ রান করে জশ টাংয়ের শিকার হন তিনি। তাঁর সঙ্গী বিউ ওয়েবস্টার অবশ্য ৭১ রানে নট আউট থেকে যান। ইংল্যান্ডের ব্রাইডন কার্স ও টাং ৩টি করে উইকেট দখল করেন।

এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে, প্রথম ওভারেই জ্যাক ক্রলির (১) উইকেট হারিয়ে বসেছিল ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে ৮১ রান যোগ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বেন ডাকেট ও বেথেল। কিন্তু ৪২ রান করে ডাকেট মাইকেল নেসেরের বলে আউট হতেই বিপর্যয়ের শুরু। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকানো জো রুট মাত্র ৬ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন।

হ্যারি ব্রুক (৪২ রান) কিছুটা লড়াই করলেও, ব্যর্থ উইল জ্যাকস (০), বেন স্টোকসরা (১)। জেমি স্মিথ (২৬ রান) আশা জাগিয়েও রান আউটের শিকার হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। অন্যপ্রান্তে ঘনঘন উইকেট পড়তে থাকলেও, একা কুম্ভের মতো লড়ে গিয়েছেন বেথেল। দিনের শেষে তিনি ১৪২ রানে নট আউট রয়েছে। তাঁর

প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির পর বেথেল। বুধবার সিডনি ক্রিকেট মাঠে।

২৩২ বলের ইনিংসে রয়েছে ১৫টি চার। বেথেলের সঙ্গে শূন্য রানে অপরাজিত আছেন ম্যাথু পটস। বেথেলের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বেথেল অসাধারণ! মুগ্ধ করল। আরেক প্রাক্তন তারকা মাইকেল ভন লিখেছেন, নতুন তারকার জন্ম দেখল এসসিজি। জেকব বেথেলের টেকনিক, ক্লাস প্রমাণ করল যে, ইংল্যান্ডের টেস্ট ভবিষ্যৎ ও-ই।

এদিকে, ইংল্যান্ড শিবিরকে চিন্তায় রাখছে স্টোকসের চোট। বুধবার কুঁচকির চোটে নিজের দ্বিতীয় ওভারের মাঝপথেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। দ্বিতীয় ইনিংসে স্টোকসের বল করা নিয়ে সংশয় থাকছে।

বিধ্বংসী বৈভবের ৬৩ বলে সেঞ্চুরি

বেনোনি, ৭ জানুয়ারি : যুব বিশ্বকাপের আগে দুরন্ত ফর্মে ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে অনূর্ধ্ব ১৯ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলল বৈভবের নেতৃত্বাধীন ভারত। বুধবার বেনোনিতে তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচেও ৭৪ বলে ১২৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলল ১৪ বছরের বিস্ময় বালক। মাত্র ৬৩ বলে শতরান করে বৈভব। যুব ভারতও দাপটে জিতে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করল দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

আগের ম্যাচে ২৪ বলে ৬৮ রান করেছিল বৈভব। এদিনের ১২৭ রানের ইনিংস সাজানো ১০টি ছক্কা ও ৯টি বাউন্ডারিতে। বৈভব ও অ্যারন জর্জের ওপেনিং জুটিতেই ওঠে ২২৭ রান। অ্যারনও (১১৮) সেঞ্চুরি করেন। জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর করে প্রথমে ব্যাট করে যুব ভারত ৫০ ওভারে করে ৭ উইকেটে ৩৯৩। পাহাড়প্রমাণ রানের জবাবে শুরু থেকেই চাপে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতীয় পেসার কিশান কুমার সিংয়ের বোলিং বিক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৬০ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৩৩ রানে বিরাট জয় যুব ভারতের।

বরোদায় বিরাট উন্মাদনা, পোশাক নিয়ে তুঙ্গে চর্চা

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি : রবিবার থেকে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে নামছে ভারত। বরোদায় প্রথম ম্যাচ। চার দিন আগেই সেখানে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। সময় নষ্ট না করে নেটে নেমে পড়তে চান বিরাট। এদিন বরোদায় পৌঁছনোর পর বিরাটকে নিয়ে ভক্তদের তুমুল উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়।

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসার পর ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে পড়ে যান কিং কোহলি। কিন্তু কড়া নিরাপত্তার মধ্যে গাড়িতে উঠেই হোটেলে চলে যান। এদিনই এনসিএ-র ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে ওয়ান ডে সিরিজের জন্য ভারতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। বিজয় হাজারে খেলেই বরোদায় দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন শ্রেয়স ও ঋষভ পন্থ। বরোদায় বিরাটের সুখস্মৃতি রয়েছে। শেষ বার ২০১০ সালে এখানেই ভারতের হয়ে ওয়ান ডে খেলেছিলেন। সেবারও প্রতিপক্ষ ছিল নিউজিল্যান্ড। তরুণ বিরাট ৬৩ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন। ২০২৭ বিশ্বকাপের মিশনে আরও একটা নতুন সিরিজে ফোকাস বিরাটের। গত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিন ম্যাচে দু'টি সেঞ্চুরি-সহ ৩০২ রান করেছেন তারকা ব্যাটার। এরপর বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির হয়ে দুই ম্যাচে বিরাট করেন যথাক্রমে ১৩১ ও ৭৭। ছন্দ ধরে রাখতে চান নিউজিল্যান্ড সিরিজেও।

বুধবার সকালেই দেশে ফেরেন বিরাট। দুবাইয়ে সপরিবার ক্রিসমাস ও বর্ষবরণে মেতে উঠেছিলেন তারকা ব্যাটার। মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা মাত্রই ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরে নিজস্বীর আবদার করেন। বিরাট সকলের আবদার মেটান। পরনে ছিল কালো কার্ডিগান। যেখানে লাল রংয়ের হৃদয়চিহ্নের নকশার নিচে 'এ' লেখা ভক্তদের নজর কেড়ে নেয়। ভক্তদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, 'এ' আসলে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার নামের প্রথম অক্ষর। নেটিজেনরা মুগ্ধ।